

‘মাছি মারতে হাতুড়ি মারবেন না’, সুপ্রিম কোর্টের কড়া বার্তা



নয়াদিল্লি,, ৯ অক্টোবর : রাজনৈতিক প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে গণপরিবহণে ব্যাপক বিধিনিষেধ নিয়ে কড়া অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রতিবাদ নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, কিন্তু তার জন্য সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অধিকার খর্ব করা চলবে না। মেট্রো ও ট্রেন পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া নিয়েও আপত্তি জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্য, একটা মাছি মারার জন্য হাতুড়ি ব্যবহার করতে পারেন না। অর্থাৎ, পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কড়াকড়ি করা উচিত নয়। দিল্লিতে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচির আগে একাধিক রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া এবং মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি। এই বিষয়ে আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবল ও গণপরিবহণে বিধিনিষেধ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করেন, সরকার চাইলে প্রতিবাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সেই পদক্ষেপের কারণে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করা যায় না। বিশেষত, যারা প্রতিদিন কাজের প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করেন, তাদের কথা মাথায় রাখা জরুরি। দিল্লির বিভিন্ন রাস্তায় ব্যারিকেড বসিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হলে তার বিকল্প ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, মেট্রো ব্যবহার করা সাধারণ মানুষের অধিকার। তাই প্রতিবাদ কর্মসূচির জন্য এমন পরিস্থিতি তৈরি করা যাবে না, যাতে শহরের বাসিওদারা গণপরিবহণ ব্যবহারের সুযোগ থেকেই বঞ্চিত হন। তিনি আরও বলেন, বহু মানুষের নিজস্ব গাড়ি নেই। কাজের প্রয়োজনে তাদের বাস, ট্রেন ও মেট্রোর উপর নির্ভর করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প পরিবহণের ব্যবস্থা না রেখে পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল ভূষার মেহতা শুানানিতে জানান, মেট্রো স্টেশন খোলা রাখার বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। শহরভূমিতে প্রায় ২৬ হাজার নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন, একাধিক রাস্তায় ব্যারিকেড এবং ৫৭টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখার মতো পদক্ষেপের কথা সামনে এগিয়ে। এ ছাড়া নয়াদিল্লি ও হজুরত নিজামুদ্দিন স্টেশনে ট্রেন চলাচল নিয়েও বিধিনিষেধের কথা জানা গিয়েছে। এর জেরে শুক্রবার হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে নয়াদিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস বাতিল হয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। শনিবার ভোর ৪টো থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত নয়াদিল্লি স্টেশনে ট্রেন প্রবেশ বন্ধ রাখার কথাও উল্লেখ রয়েছে। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা যেমন সরকারের দায়িত্ব, তেমনই সাধারণ মানুষের নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিত করাও জরুরি। প্রতিবাদের কারণে হাজার হাজার কর্মজীবী মানুষের জীবিকা ও দৈনন্দিন যাতায়াত যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। সব মিলিয়ে, দিল্লিতে প্রতিবাদ নিয়ন্ত্রণের নামে গণপরিবহণে ব্যাপক বিধিনিষেধ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ তাৎপর্যপূর্ণ। নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা এবং নাগরিকদের চলাচলের অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রাখার ব্যতীই দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত কোয়েল মল্লিক!



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৯ অক্টোবর : রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন পরিচয়ে সংসদে ফিরছেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হলেন তিনি। বিজেপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন কোয়েল। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত অন্য কোনও প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না থাকায় তাঁর জয় নিশ্চিত হয়। আজ বিধানসভায় গিয়ে সচিবের হাত থেকে জয়ের শংসাপত্র গ্রহণ করেন অভিনেত্রী। রাজনৈতিক মহলে কোয়েলের এই প্রত্যাবর্তন ঘিরে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন তিনি। গত ১৬ জুলাই সেই পদ থেকে ইস্তফা দেন কোয়েল। এরপর রাজনৈতিক পালাবদলের জেরে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে ফের রাজ্যসভায় যাওয়ার সুযোগ পেলেন তিনি। অল্প সময়ের ব্যবস্থানে রাজনৈতিক পরিষে বদলে সংসদের উচ্চক্ষেত্র প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তৃণমূলের সাংসদ থাকাকালীন রাজ্যসভার অধিবেশনে কোয়েল কখনও যোগ দেননি বলে জানা গিয়েছে। এবার বিজেপির সাংসদ হিসেবে সংসদে তাঁর ভূমিকা কী হবে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলে। বিধানসভায় জয়ের শংসাপত্র গ্রহণের পর কোয়েল জানিয়েছেন, দেশের স্বার্থে কাজ করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাঁর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, নতুন দায়িত্বকে সামনে রেখে জাতীয় স্তরে কাজ করার উপরেই গুরুত্ব দিতে চান তিনি। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় রাজ্যসভায় যাওয়ার পথে কোনও ভোটচ্যুতির প্রয়োজন হয়নি। মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরই তাঁর জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। অভিনয় জগতের পরিচিত মুখ কোয়েল মল্লিকের রাজনৈতিক যাত্রা এবার নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল। তৃণমূলের সাংসদ হিসেবে বিনা নেওয়ার পর এবার বিজেপির প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি। তবে সংসদের অধিবেশনে তাঁর উপস্থিতি, বিভিন্ন বিষয়ে অবস্থান এবং সাংসদ হিসেবে কাজের ধরন আগামী দিনে রাজনৈতিক মহলের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকবে। এখন দেখার, রাজ্যসভার নতুন সদস্য হিসেবে কোয়েল মল্লিক কীভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেন এবং দেশের স্বার্থে কাজ করার যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন, তা সংসদীয় কর্মকাণ্ডে কীভাবে প্রতিফলিত হয়।

‘আগামী বছরই ছাত্র ভোট’, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন নিয়ে বড় ঘোষণা শুভেন্দুর!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৯ অক্টোবর : দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র সংসদ নির্বাচন। এবার কি সেই অচলাবস্থা কাটতে চলেছে? রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ছাত্র ভোট নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। শুক্রবার কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-র ডাক্তারি পড়ুয়াদের সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়ে সেই কথা তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী বছর রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। যদিও নির্বাচনের নির্দিষ্ট দিনস্বল্প ঘোষণা করা হয়নি। এবিভিপির সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, ছাত্র রাজনীতি থেকেই বহু রাজনৈতিক নেতার উত্থান হয়েছে। নিজের রাজনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ভোট হওয়া উচিত। আমরা সকলেই ছাত্র রাজনীতির ফসল। কলেজের ভোটের ক্লাসের ফাঁকে বক্তৃতা করেই এখানে এসেছি। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন বন্ধ থাকায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা কাটানোর উদ্যোগ এবার রাজ্য সরকার নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবিভিপি পর্যবেক্ষকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, ওই পর্যবেক্ষণে আগামী বছর ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজনের কথা বলেছেন। সেই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, আগামী বছর সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে

এবিভিপি এবং ‘রাষ্ট্রবাদীদের আওয়াজ শোনা যাবে। তাঁর এই মন্তব্য খিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূল সরকারের আমল থেকেই রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন কার্যত বন্ধ রয়েছে। কোনো



অতিমারির পর নির্বাচন আয়োজনের সমস্যা নিয়ে তৎকালীন রাজ্য সরকারের বক্তব্যও আদালতে উঠে এসেছিল। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, ছাত্র ইউনিয়নের ঘরগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির গণতান্ত্রিক পরিসর নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে পড়ুয়াদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, ক্যাম্পাসের সমস্যা এবং ছাত্রকল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নও সামনে এসেছে। সম্প্রতি রাজ্যের

বিস্তারিত ঘোষণা এখনও বাকি। এবিভিপির সম্মেলনে শুধু ছাত্র সংসদ নির্বাচন নয়, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ‘আজাদি স্লোগান এবং ‘দিমাগি নকশাল’ প্রসঙ্গ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে শুভেন্দু দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে ‘সেন্টার অফ এক্সেলেন্স’ হিসেবে গড়ে তুলতে বিপুল আর্থিক সহায়তা করছে। একই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রসার এবং দেশবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাম্বীরের

প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘স্মৃতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, কান খুলে শুনে নিন, যে কাম্বীরের মাটিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু, সেই কাম্বীর আমাদেরই। এরপর কমিউনিস্ট, ‘দিমাগি নকশাল’ এবং দেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের আহ্বান জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন না হওয়ায় ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ সীমিত ছিল। আগামী বছর সত্যিই নির্বাচন হলে ক্যাম্পাস রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে এবিভিপির মতো সংগঠনগুলি ছাত্র ভোটকে সামনে রেখে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারে। অন্যদিকে, বাম ছাত্র সংগঠন, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলিও নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে পারে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে এখনও নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বিস্তৃতি হিসেবে দেখা যাচ্ছে না। নির্বাচন সংক্রান্ত সহকারী নির্দেশিকা, সময়সূচি এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রস্তুতির ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি সন্তোষনীয় ভর্তুকি থাকবে। সব মিলিয়ে, ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ও ক্যাম্পাস রাজনীতিতে নতুন করে প্রত্যাপা তৈরি করেছে। আগামী বছর ভোট হলে তা শুধু ছাত্র সংগঠনগুলির শক্তি বাড়াইয়ের লড়াই হবে না, বরং রাজ্যের রাজনীতির পালাবদলের পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যৎও নির্ধারণ করতে পারে। এখন নজর রাজ্য সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

‘রাজ্য সরকারের উপর আস্থাই সাফল্যের চাবিকাঠি’, দাবি শুভেন্দুর

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে সংখ্যালঘু ভোটে বিজেপির জয়!



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : নতুন সরকারের উপর আস্থা ও ভরসা রেখেই নন্দীগ্রাম এবং মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে বিজেপিকে জয়ী করেছেন ভোটাররা। এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। আজ নবমো সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, দুই কেন্দ্রেই সংখ্যালঘু ভোটারদের উল্লেখযোগ্য সমর্থন পেয়েছে বিজেপি। তাঁর মতে, নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং নতুন সরকারের প্রতি মানুষের আস্থাই এই সাফল্যের অন্যতম কারণ। সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু দাবি করেন, ২০২১ সালের পর এই প্রথম নন্দীগ্রামের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৬০টি বুথে লড়াই পেয়েছে বিজেপি। তাঁর আরও দাবি, এই কেন্দ্রে প্রায় ৮০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট পেয়েছে দল। বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ এক লক্ষ ২২ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বলেও জানান তিনি। শুভেন্দুর বক্তব্য, এই ফলাফল প্রমাণ করে যে নতুন সরকারের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিজেপির প্রতি সমর্থন দ্বিগুণে তিনি রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন। যদিও সংখ্যালঘু ভোটের নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগুলি তাঁর দাবি, তার স্বস্তর যাচাই এখানে করা হয়নি। মুর্শিদাবাদের রেজিনগরেও বিজেপি প্রায় ৬০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট পেয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, দুই কেন্দ্রের ফলাফল রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভোটাররা ভ্রাম্যমুক্ত পরিবেশে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেও দাবি করেন তিনি। শুভেন্দু আরও বলেন, উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুই জয়গায় কোনও বড় অশান্তির ঘটনা ঘটেনি এবং পুনর্নির্বাচনের দাবিও ওঠেনি। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি রাজ্যে ভরসা ও নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি হওয়ার প্রতিফলন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে রেজিনগর সফরে যাওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন শুভেন্দু।

নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে বিজেপির সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মোদি!

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপির বড় জয়ে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই ফলাফলকে ‘সুশাসনের জয়’ বলে অভিহিত করেছেন তিনি। শুক্রবার সন্ধ্যায় সমাজমাধ্যমে বার্তা দিয়ে জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমেরও প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, এই ফলাফল প্রমাণ করে যে বিজেপি-এনডিএর সুশাসনের কর্মসূচির সঙ্গে সাধারণ মানুষের গভীর সংযোগ রয়েছে। এক্স হ্যান্ডলে মোদি লেখেন, অসমের নাগাঁও লোকসভা কেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফল বিজেপি-এনডিএর প্রতি মানুষের আস্থার প্রতিফলন। জনকল্যাণ এবং উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ উদ্ভাবণ গড়ার লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই জনদেশ দলকে আরও শক্তি জোগাবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসমের নাগাঁও এবং পুদুচেরির খাটুনচাভদিতও উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিজেপি শিবিরে উত্সাহ দেখা গিয়েছে। খাটুনচাভদিত এনডিএ শরিক এআইএনআরসির প্রার্থীর জয়কেও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৯ অক্টোবর : মহালয়ার আগে নতুন রূপে সাজল পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট। রাস্তা জুড়ে দেওয়া হল বিশাল আলপনা দেওয়া হয়েছে। লাল-সাদা রঙের ছোঁয়ায় যেন অনশ্বরকম রূপ পেয়েছে কলকাতার ব্যস্ততম রাস্তা। সোশাল মিডিয়ায় ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেছেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। পুরমন্ত্রী জানান, বৃষ্টির মাঝেও বেশ বাধাবিপত্তি কাটিয়ে রাস্তায় আলপনা আঁকা হয়েছে। যেকোনও শুভ কাজে সাদা-লাল রঙে আলপনা করা হয়। সেভেন পয়েন্ট কানেক্টরে আজ আলপনা কেউ বড় আলপনা কেউ করেননি। অগ্নিমিত্রার আর্জি, যারা সেভেন পয়েন্ট দিয়ে যাবেন, তাঁরা এই আলপনা দেখে যাবেন। যেভাবে পাশে আছেন, সেভাবেই রাজ্য সরকারের পক্ষে থাকবেন। পুজোর কথা মাথায় রেখে কলকাতার সৌন্দর্য্যানে দেওয়া হয়েছে বিশেষ জোড়। ইতিমধ্যেই প্রিন্সেপ ঘাট থেকে রেড রোডও সাজানো হয়েছে। পার্ক স্ট্রিটের ব্যালেন পার্কও এবার পুজোয় একেবারে নতুন রূপে সেজে উঠেছে। এতকাল পুজোর সময় যেন ‘দুর্য্যোনি’র মতো থাকত পার্ক স্ট্রিট। সপ্তমী থেকে দশমী শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা থাকত তিলোত্তমার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এবার প্রথমবার আলেন পার্কে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। উদ্যোক্তা সনাতনী সংঘ। সেখানে জোরকদমে চলছে পুজা প্রস্তুতি।

রেজিনগরের বুথে ভোটারের চেয়ে বিজেপির ভোট বেশি? অভিষেকের অভিযোগ খারিজ কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৯ অক্টোবর : উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর মুর্শিদাবাদের রেজিনগর কেন্দ্রের একটি বুথের ভোটের পরিসংখ্যান ঘিরে তৈরি হল বিতর্ক। ভোটারের সংখ্যার চেয়ে বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট বেশি বলে অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ভারতমুখ হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেই অভিযোগের পরিস্রাঙ্কিতে পালটা তথ্য প্রকাশ করে বিতর্কের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করল নির্বাচন কমিশন। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দাবি, সংশ্লিষ্ট বুথে ভোটারের সংখ্যা নিয়ে ছড়িয়ে পড়া তথ্য সঠিক নয়। ফলে ভোটের হিসাব নিয়ে ওড়া প্রশ্নের ভিত্তি নিষেই তৈরি হয়েছে সংশয়। শুক্রবার উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের সময় একটি

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত পরিসংখ্যান ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত। সেখানে দাবি করা হয়েছিল, রেজিনগরের ১০৯ নম্বর বুথে মোট ভোটারের সংখ্যা ৭৭২। অথচ ওই বুথে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার পেয়েছেন ৯০৯টি ভোট। অর্থাৎ, প্রকাশিত সংশোধিত তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট মোট ভোটারের সংখ্যাকে ছাপিয়ে যায়নি। ভোটার সংখ্যা ও প্রাপ্ত ভোট সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিজের এক্স হ্যান্ডলে ওই তথ্য তুলে ধরে ভোটগণনার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর পোস্টের পর বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়। অভিযোগ সামনে আসার পর সংশ্লিষ্ট বুথের ভোটার সংখ্যার বিষয়ে সংশ্রুস্ত বিষয়ে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নও সামনে এসেছে। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক

তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রেজিনগরের ১০৯ নম্বর বুথে মোট ভোটারের সংখ্যা ৭৭২ নয়, ৯৭২। ওই বুথে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার পেয়েছেন ৯০৯টি ভোট। অর্থাৎ, প্রকাশিত সংশোধিত তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট মোট ভোটারের সংখ্যাকে ছাপিয়ে যায়নি। ভোটার সংখ্যা ও প্রাপ্ত ভোট সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিজের এক্স হ্যান্ডলে ওই তথ্য তুলে ধরে ভোটগণনার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর পোস্টের পর বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়। অভিযোগ সামনে আসার পর সংশ্লিষ্ট বুথের ভোটার সংখ্যার বিষয়ে সংশ্রুস্ত বিষয়ে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নও সামনে এসেছে। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক

মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়তে পারে। বিরোধীদের দাবি, নির্বাচনের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে কোনও অভিযোগ তোলার আগে তথ্য যাচাই করা জরুরি। অন্যদিকে, ভোটের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তার জবাব দেওয়া নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব-এমন বক্তব্যও রাজনৈতিক বিতর্কে উঠে আসতে পারে। তবে এই ঘটনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়েছেন, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি। জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তাঁর পোস্টে ব্যবহৃত ভোটার সংখ্যাটি ভুল ছিল। সব মিলিয়ে, রেজিনগরের ১০৯ নম্বর বুথের ভোটের হিসাব ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে নতুন মোড় এসেছে কমিশনের পালটা তথ্য প্রকাশের পর। এখন নজর, এই বিষয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয় কি না।

খাস কলকাতায় হাডহিম কাণ্ড! দাদার হাতে ভাই খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৯ অক্টোবর : খাস কলকাতার ভবানীপুরে পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ ঘটনা। প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ভাইকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল দাদার বিরুদ্ধে। শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস পার্কের কাছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। গুরুতর জখম অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পরই অভিযুক্ত দাদাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে অপরাধে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রটিও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সুরজ হেলা। বয়স ৬২ বছর। অভিযুক্ত

তাঁর দাদা চন্দন হেলা। শুক্রবার যতীন দাস পার্কের ভিতরে ১৯ ও ২০ নম্বর অস্থায়ী কোয়ার্টারের সামনে দুই ভাইয়ের মধ্যে বাচসা শুরু হয়। প্রথম কথা কাটাকাটি হলেও পরে তা হাতাহাতিতে গড়ায় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, সেই সময়ই ধারালো অস্ত্র নিয়ে ভাই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। গুরুতর জখম অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পরই অভিযুক্ত দাদাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে অপরাধে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রটিও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সুরজ হেলা। বয়স ৬২ বছর। অভিযুক্ত



মৃত্যু হয় ওই যুবকের। গলায় ধারালো অস্ত্রের গুরুতর আঘাতই

মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত করতে

ঘটনার পরই অভিযুক্ত চন্দন হেলাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্তকারীরা ঘটনাস্থল থেকে অপরাধে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করেছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে রক্তের নমুনা এবং মৃতের পোশাকও সংগ্রহ করা হয়েছে। সমস্ত নমুনা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। পুলিশের তরফে ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুই ভাইয়ের মধ্যে ঠিক কী কারণে বিবাদ শুরু হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পারিবারিক অশান্তি, ব্যক্তিগত বিরোধ কিংবা অন্য কোনও কারণ এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা

গিয়েছে, দুই ভাইই অবিবাহিত ছিলেন এবং তাঁদের বিভিন্ন নেশায় আসক্তির কথাও সামনে এসেছে। তবে এই তথ্যের সঙ্গে ঘটনার সরাসরি কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ দুই ভাইয়ের সম্পর্ক, তাঁদের সাম্প্রতিক বিবাদ এবং ঘটনার আগের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে। দিনদুপুরে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এমন ঘটনার অত্যন্ত ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। আপাতত অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্ট সামনে এলে তদন্তে আরও তথ্য উঠে আসতে পারে।

বিরোধী দলের বিক্ষোভ কর্মসূচির জেরে দিল্লিতে বাতিল বৈশ কয়েকটি ট্রেন

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : শনিবার দিল্লিতে বিরোধী দলগুলির প্রস্তাবিত বিক্ষোভ কর্মসূচির প্রেক্ষিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিিলো রেল কর্তৃপক্ষ। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এমনটাই মত রেল কর্তৃপক্ষের। বিক্ষোভ কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে রেল কর্তৃকটি মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেগোপত শুক্রবার রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্য দিল্লিতে প্রস্তাবিত এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের কারণে দুটি প্রধান রেলওয়ে স্টেশনের আশেপাশে ব্যাপক যানজট তৈরির আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে যাত্রীদের সময়মতো স্টেশনে পৌঁছাতে বাতিল করে দেয়া পাবে। রেল জানিয়েছে, সম্প্রতি নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে ভিড ও রাস্তা অবরোধের কারণে বিপুল সংখ্যক যাত্রী সময়মতো স্টেশনে পৌঁছাতে পারেননি। ট্রেন মিস করার ফলে প্রায় পাঁচ হাজার যাত্রী প্ল্যাটফর্মেই আটকে পড়েছিলেন। এই পরিস্থিতি যাতে আবার না হয়, সে কথা মাথায় রেখেই এই সতর্কতামূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।শুক্রবার দুপুর ২টোর পর অরিজিনেটিং স্টেশন থেকে যাত্রা করা যেসব ট্রেনের শনিবার ভোর ৪টো থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে নয়াদিল্লি বা হজরত নিজামুদ্দিন স্টেশনে পৌঁছানোর কথা ছিল, সেইসব মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল বলে জানানো হয়েছে রেলের তরফে। যাত্রীদের সন্তা্য দুতর্গে এড়াতে এবং নিরাপদে ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে রেল এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

আইআইটি বোম্বের হোস্টেলে গ্যাস লিক করে আগুন, অগ্নিদগ্ধ ৫ জন

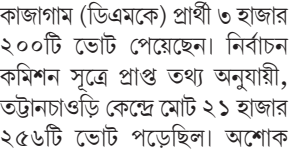
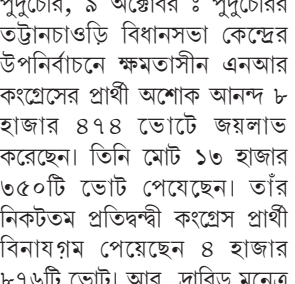


মুম্বই, ৯ অক্টোবর :মুম্বইয়ের পাওয়াই এলাকায় অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি বোম্বে)-র ৬ নম্বর হোস্টেলে বৃহস্পতিবার রাতে গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ থেকে গ্যাস লিক করে আগুন লেগে যায়। এই ঘটনায় দুই শিশু-সহ ৫ জন অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। সকলকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানা গেছে।পাওয়াই থানার এক পুলিশ আধিকারিক শুক্রবার জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে আইআইটি বোম্বের ৬ নম্বর হোস্টেলে গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ থেকে গ্যাস লিক হয়। এর পর হটাই আগুন লেগে যায়। এর ফলে আশেপাশে থাকা ৫ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে,আহত হন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন অশ্ব অহিরওয়ার (১২), তহজীব আলম (৯), ঈশ্বর সিং (৩৭), শিকুমার সিং (৩৪) এবং অনিলকুমার যাদব (২৬)। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য রাজাওয়াড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে ৪ জনকে সেখান থেকে পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য কস্তুরবা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অন্য আরেকজনের চিকিৎসা রাজাওয়াড়ি হাসপাতালেই চলছে।চিকিৎসকদের মতে, আপাতত সকলের অবস্থা স্থিতিশীল জানা গেছে, শুক্রবার সকালে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তারপর কুন্সি (শীতলীকরণ) প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে গ্যাস লিক হওয়ায় সিলিন্ডার বন্ধ করা এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ পরীক্ষার পরেও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

যোষণা

দুরন্ত প্রকান (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এক্‌টই এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুণ্ডলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভ্রান্ত ভরসাব্যবের স্পেশাল ব্রহ্মই ভ্রাস্ক্রেপ নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পুদুচেরির তট্টানচাওড়ি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয় এনআর কংগ্রেসের, পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী



আইএসএল,নতুন মরসুম সম্পর্কে আপনার যা জানা প্রয়োজন, সময়সূচী, লাইভ স্ট্রিমিংয়ের তথ্য

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) নতুন মরসুম অবশেষে শনিবার ১০ অক্টোবর শুরু হচ্ছে। আগের মরসুমটি অনিশ্চয়তায় জর্জরিত ছিল এবং পরে একটি সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে খেলা হয়েছিল। এবার নতুন আসরে পুরোনো ফরম্যাট ফিরে আসছে, যেখানে দলগুলো আইএসএল কাপ এবং লিগ উইনার শিল্ডের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আইএসএল এই প্রথমবার ক্লাব-পরিচালিত মডেলে আয়োজিত হচ্ছে, যখন এটি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। আইএসএল-এর প্রথম ম্যাচডে-তেই মাঠে নামবে চারটি দল। শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরু এফসি আতিথ্য দেবে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিকে , অন্যদিকে দিনের পরের



আনন্দ-এর জয়ের ফলে পুদুচেরিতে এনআর কংগ্রেসের বিধায়ক সংখ্যা ১২ -ই রইল।উল্লেখ্য, তট্টানাচাওড়ি বিধানসভা আসনটি মুখ্যমন্ত্রী এন. রঙ্গাস্বামীর ছেড়ে দেওয়ার পর শূন্য

অংশে ফাতোরদায় খেলতে যাবে চেন্নাইয়িন এফসি, যারা মুম্বাইমুখি হবে এফসি গোয়ার।আইএসএল-এ নতুন মরসুমে ১৬৬টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।বেঙ্গালুরু এফসি বনাম এসসি দিল্লি, ম্যাচ হবে বিকাল ৫ঃ০০টা এবংএফসি গোয়া বনাম চেন্নাইয়িন এফসি ম্যাচ হবে সন্ধ্যা ৭ঃ৩০ মিনিটে।এই মরসুমে আইএসএল-এ ১৪টি দল রয়েছে। গত মরসুমে পর্যন্ত তালিকার শেষ থেকে মোহামেডান স্পোর্টিং নেমে গেছে। তাদের পরিবর্তে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।জমশেদপুর এফসি-র পরিবর্তে চার্লি ব্রাদার্সকে আনা হয়েছে, যার এই গ্রীষ্মে ক্লাবটির আইএসএল স্বায়় কিনে নিয়েছে।এই মরসুমে আইএসএল দেখা যাবে সনি লিভ-এ এবং বেশিরভাগ ম্যাচ সনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক-এ টিভিতেও দেখা যাবে।

যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভের অনুমতি মামলা, ইউথ কংগ্রেসের আবেদনে জরুরি শুনানিতে হাই কোর্টের না

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভের অনুমতি না দেওয়ার দিল্লি পুলিশের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইউথ কংগ্রেসের দায়ের করা আবেদনের জরুরি শুনানি করতে অস্বীকার করেছে দিল্লি হাই কোর্ট। শুক্রবার ইউথ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আইনজীবী প্রধান উত্তরপতি নীতিন বাসুদেব সান্তের নেতৃত্বাধীন বোর্ডের সামনে বিবধাটি উত্থার করে আজই শুনানির আর্জি জানান। তবে আলালত সেই আবেদন খারিজ করে আগামী ১২ অক্টোবর শুনানির দিন ধার্য করেছে।ইউথ কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি উদয় ভানু চিব এই আবেদন দায়ের করেছেন। আবেদনে দিল্লি পুলিশের ১ অক্টোবরের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, যেখানে বিক্ষোভের অনুমতি চেয়ে করা আবেদন খারিজ করা হয়েছিল। আবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ জনকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অনুমতি চেয়েছিল ইউথ কংগ্রেস। দিল্লি পুলিশকে দেওয়া আবেদনে সংগঠনটি জানিয়েছিল, নিরাপত্তা, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা এবং জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নির্ধারিত সমস্ত আইনি শর্ত তারা মেনে চলবে।আবেদনে আরও বলা হয়েছে, বারবার যোগাযোগ করা সত্ত্বেও পুলিশ ১ অক্টোবর অনুমতি না দেওয়ার কথা জানান। অথচ এই দিনটিই ছিল বিক্ষোভের জন্য প্রস্তাবিত প্রথম তারিখ। ইউথ কংগ্রেসের যুক্তি, জমায়েত নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পুলিশের থাকলেও পরিস্থিতি পৃথকভাবে ও যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় না।আবেদনকারীদের দাবি, দিল্লি পুলিশের এই

মূকাভিনয় প্রতিভার অন্বেষানে লেকটাউন গভঃ স্পনসর্ট গার্লস হাই স্কুলে কর্মশালায় মূকাভিনয় শিল্পী কমল নন্দর

নিজস্ব প্রতিনিধি,৯অক্টোবরঃঅসংখ্য ভাষাভাসির দেশ ভারতবর্ষ। সব ভাষা সবার জানা সম্ভব নয়। কিন্তু মূকাভিনয়ের নির্বাচ ভাষা বিশৃঙ্জনী। তাই এই অভিনয়কে ভারত বর্ষের প্রতিটি জেলায় প্রসার করার অভিপ্রায়ে মডার্ন মাইম সেন্টার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই শিল্পকে পরিচিত করতে বিগত পাঁচ বসর সারা পশ্চিমবঙ্গের ১১টি জেলায় স্তর করে ছেড়ে মূকাভিনয় শিল্পের প্রসারে এক বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে মডার্ন মাইম সেন্টার। সম্প্রতি লেকটাউন গভঃ স্পনসর্ড গার্লস হাই স্কুলে সম্পূর্ণ ছাত্রীদের দুটি ভাগে ভাগ করে দুটি পর্বে মূকাভিনেতা কমল নন্দর মূকাভিনয় প্রশর্শন করার পর স্কুলের একজন ছাত্রীকে ও খুঁজে পাওয়া গেলো না যে আগে কখনো মূকাভিনয় দেখেছে, বা মূকাভিনয় শিল্প সম্পর্কে সামান্য ধারণা আছে।



তাই মূকাভিনয় দেখার পর ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের উচ্ছাস ও করতালি প্রমাণ করে মূকাভিনয় শিল্প সম্পর্কে এক বিশেষ ধারণার উত্তর হয়েছে। ছাত্রীদের মধ্যে নির্বাচ অভিনয় ও মূকাভিনয় পার্ফর্য, মূকাভিনয়ের ব্যাকরণ নিয়ে নানান প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেবার সঙ্গে

দেবী দুর্গার চার সন্তানের সৃষ্টি ও আবির্ভাবের কিছু গল্পকথা

মধুসূদন দে,বাঁকু ডাঃদেবীপক্ষের আরষ্টেই আজকাল পূজোর আনন্দ শুরু হলে যায়। মা দুর্গা তাঁর চার ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি আসেন। ফলে দুর্গার পরিবারকে মর্তে দেখা যায়। বাঙালির দুর্গাপূজো খুব বেশি দিনের নয়। ১৬১০ সালে লক্ষ্মীকান্ত নামে এক ব্যক্তি কলকাতায় প্রথম আরম্ভ করেন সপরিবার দুর্গার পূজা। লক্ষী, গণেশ ,সরস্বতী ,কর্তিক সকলকে নিয়ে শুরু হয় আরাধনা। চার সন্তান নিয়ে দেবী দুর্গার আগমন বাঙালি মন কে আনন্দে আত্মহারা করে তোলে। সাধারণ বাঙালি সমাজে শিব দুর্গার পরিবারের গল্প কথাগুলো আমাদের মনের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছে যে ,আমরা সেই পরিধির বাইরের কিছু কোনদিন ভাবতেও চাইনি। মা দুর্গার এই চার সন্তানের সৃষ্টি তথা জন্ম ও আবির্ভাবের কিছু গল্প নিয়ে

আজকের কলম ধরা।গণেশ আমাদের কাছে সেই পুরনো পেঁচটি নাদা নাদা কোলের ছেলো। বাবার রাগে তার সুদর্শন মুখখানি হাতিমুখো হয়ে গিয়েছে। গণেশ-দুর্গার মূর্তি যাই দেখেছি তাতে মা দুর্গার কোলের উপর গণেশ চুপটি করে বসে আছোঁদর্শিব ও দুর্গার বড ছেলে গণেশ। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে ভূষোড় পিতা মাতাই যে সন্তানের কাছে সম্পূর্ণ বিশ্ব। এই ধারণা গণেশ লক্ষী নামক এক ঐশ্বর্যের দেবী। সর্বগুণে সম্পূর্ণ। তিনি।সরস্বতী নদী রূপে পূজিতা ছিলেন। সরস্বতী আদিতে ছিলেন নদী। পরে হলেন দেবী। পুরাণ মতে- লক্ষী ,সরস্বতী ও গঙ্গা তিনজনেই বিশ্বর প্রিয়। সরস্বতীর প্রতি বিশ্বর অধিক প্রীতির ফলে গঙ্গা রেগে গিয়ে তাঁকে অভিশাপ দেয়, মর্তে নদী রুপে জন্ম

দিলে এখানে উপনির্বাচন হয়। সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে রঙ্গাস্বামী তট্টানাচাওড়ি আসনে ১০ হাজার ২৪টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেস প্রার্থী বিনায়গমকে ৪ হাজার ৪৪১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন। এবার উপনির্বাচনে তাঁর দলের প্রার্থী অশোক আনন্দ ৮ হাজার ৪৭৪ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করলেন। উপনির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেস ও ডিগ্রমকে প্রার্থীদের পেছনে ফেলে জয় ছিনিয়ে নেন এনআর কংগ্রেস প্রার্থী। এই জয়ের ফলে নিজেদের শক্ত ঘাট বজায় রাখতে সক্ষম হলো এনআর কংগ্রেস।

জাতীয় ডাক সপ্তাহের সূচনা বিশ্বের বৃহত্তম ডাক নেটওয়ার্ক ভারতীয় ডাক

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : বিশ্ব ডাক দিবস উপলক্ষে শুক্রবার কলকাতার ঐতিহাসিক টাউন হলে ভারতীয় ডাক বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের উদ্যোগে জাতীয় ডাক সপ্তাহ ২০২৬-এর সূচনা হল। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার বলেন, ভারতীয় ডাক বিশ্বের বৃহত্তম ডাক নেটওয়ার্ক। দেশের প্রতিটি প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষমতা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের।তিনি জানান, প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডাক বিভাগও আধুনিক হয়ে উঠেছে। এখন জরুরি প্রয়োজনে বাড়িতে বসেই ডাক বিভাগের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত নগদ তোলা সম্ভব। গ্রাহকের ফোন নম্বর ও আঙুলের ছাপের মাধ্যমে এই পরিষেবা মিলবে।এ বছরের জাতীয়

অভিনেতা নানা পাটেকরের মৃত্যুতে তদন্ত শুরু গোয়া পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : চলচ্চিত্র অভিনেতা নানা পাটেকরের মৃত্যুর পর গোয়ার পানাজি থানার পুলিশ শুক্রবার একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। এই মামলায় গোয়া পুলিশ নানা পাটেকরের নিকটাত্মীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। এই মামলাটির তদন্তকারী আধিকারিক শুক্রবার জানিয়েছেন, অভিনেতার মৃত্যুর পর পানাজি থানায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা-র ১৯৪ নম্বর ধারায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ধারণে তদন্ত চলছে।প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ভোরে নানা পাটেকর তাঁর বাসভবনে অসুস্থ হয়ে পড়া থেকে শুরু করে হাসপাতালে পৌঁছনো এবং সেখানে মৃত ঘোষণার সময়কাল পর্যন্ত পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখবে পুলিশ। কারণ, গোয়ার মণিপাল হাসপাতালের চিকিৎসক পানাজি থানায় ফোন করে অভিনেতার মৃত্যুর বিষয়ে তথ্য জানিয়েছিলেন। সে সময় মণিপাল হাসপাতালের চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, অভিনেতা নানাকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ভোরে নানা পাটেকর হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং এ দিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। পুণের মৃত্যুর পরে বৃহস্পতিবার রাতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে শেষ বিদায় জানান।শেষকৃত্যের পর নানা পাটেকরের ছেলে মলহার পাটেকর বলেন, আজ নানাসাহেব যেমন চলে গেছেন, আমাদের সবাইকে একদিন শারীরিকভাবে চলে যেতে হবে। খবর থেকে জানি কিন্তু

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় নানা পাটেকরকে

পুনে, ৯ অক্টোবরঃপ্রয়াত অভিনেতা নানা পাটেকরকে পুণের কাছে দোন্‌জে গ্রামে তাঁর ফার্ম হাউজে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানানো হলো। পুলিশ গার্ড অব অনার দিয়ে তাঁকে শেষ বিদায় জানায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফার্ম হাউজে সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য। প্রিয় অভিনেতাকে শেষ একবার দেখার জন্য দোন্‌জেতে সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায়।নানা পাটেকরের প্রয়াণে মারাঠি ও হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নানা পাটেকর গোয়ার ডোনা পাওলার তাঁর বাসভবনে হটাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে বাঁচানোর আশ্রণ চেষ্টা করলেও তা ফিলেে যায়।নানা পাটেকরের দেহ বিমানে গোয়া থেকে পুণে বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁর দেহ দোন্‌জের ফার্ম হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে শেষ একবার দর্শনের জন্য বিপুল সংখ্যক অনুরাগী ও সাধারণ মানুষ সেখানে পৌঁছান। পাশাপাশি, নানা পাটেকরকে শেষ বিদায় জানাতে রাজনীতি ও চলচ্চিত্র জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দোন্‌জেতে পৌঁছান। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিশ নানা পাটেকরের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, উপমুখ্যমন্ত্রী সুনত্রো পাওয়ার, মন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাতিল, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহোল, রামদাস আঠাওয়ালে, সুনীল তটকরে, মধুরী মিসাল, বিধায়ক গোপীচাঁদ পদলকর, অর্জুন খোতকার, রূপালী চাকণকর, সদাভাউ খোটি এবং উদয় সামন্ত-সহ বহু নেতা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রযাত অভিনেতাকে।এছাড়া, অভিনেতা মকরন্দ অনাসপুরে, নাগরাজ মল্লুলে, নীনা কুলকার্নি, প্রবীণ তরিতে, সুরেশ ওণ্ডাকের, পুরুষোত্তম বের্ডে, সুশান্ত শেলার এবং লেখক অরবিন্দ জগতাপের পাশাপাশি ‘ নাম’ফউন্ডেশনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে কোনও ক্ষেত্রেই একচেটিয়া আধিপত্য চলবে না স্টারলিঙ্ক বিতর্কে মন্তব্য জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার



নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর :কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া শুক্রবার জানিয়েছেন, ভারত কোনও ক্ষেত্রেই একচেটিয়া আধিপত্যের অনুমতি দেয় না। স্যাটেলাইট যোগাযোগ পরিষেবার জন্য তিনটি সংস্থাকে এসেছে।শুক্রবার জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, সরকারের মূল উদ্দেশ্য এবং নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করার পর পরিষেবা শুরু করতে পারবে। মার্কিন শিল্পপতি ইলন মাস্কের সংস্থা স্টারলিঙ্কের পরিষেবা নিয়ে চলমান বিতর্কের মাঝেই জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার এই বক্তব্য সামনে এসেছে।শুক্রবার জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, সরকারের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রযুক্তি এবং পরিষেবার বিকল্প সরবরাহ করা। যাতে গ্রাহকরা উন্মুক্ত বাজারে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনও সংস্থার পরিষেবা বেছে নিতে পারেন। এ দিন ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, টেলিকম বিভাগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট একটি বিশেষ বিকল্পের হয়ে পক্ষপাতিত্ব করে না। সমস্ত গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন পরিষেবার সুযোগ তৈরি করাই এই বিভাগের দায়িত্ব। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সংস্থাগুলিকে নিরাপত্তার মানদণ্ড এবং নির্ধারিত নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে তার পরেই তারা ভারতে পরিষেবা চালু করতে পারবে।

কচ্ছে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষ

একমেদাবাদ, ৯ অক্টোবর : গুজরাটের কচ্ছে শুক্রবার সকালে ট্রাক ও একটি গাড়ির বোম্বাই সংঘর্ষে ৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ওই গাড়িটিতে ১৫ জনেরও বেশি শ্রমিক ছিলেন। কেরাফন্দশীরা জানিয়েছেন, প্রতিবে আটকে পড়া শ্রমিকরা যন্ত্রণায় ছটকট করছিলেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার কচ্ছ জেলার খাওড়ার কাছে আর-ই পার্কের পাশ দিয়ে ওই গাড়িটি যাওয়ার সময় একটি ট্রাক সেটিকে ধাক্কা দেয়। গাড়িটিতে ১৫ জনেরও বেশি শ্রমিক ছিলেন। ধাক্কার অভিঘাতে ৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আরও বেশ কয়েকজন শ্রমিক আহতও হয়েছেন।দুর্ঘটনার পর আহতদের খাওড়া থেকে ভুজে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে খবরথেকেজানি।

উৎসবের মরশুমে বিশেষ ট্রেন চালাবে দক্ষিণ-পূর্ব রেল



কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আসন্ন উসবের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে বিভিন্ন রুটে বিশেষ ট্রেন চালানের কথা ঘোষণা করেছে। এই ট্রেনগুলির জন্য ১৪ অক্টোবর থেকে এই ট্রেনগুলির টিকিট বুকিং শুরু হবে। যাত্রীদের ভ্রমণসৃচি অনুযায়ী সময়মতো টিকিট সংরক্ষণ করার আবেদন জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।রেলওয়ের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শালিমার-বিশাখাপত্তনম স্পেশাল ট্রেন (নং ০৮৫০৭৭) ১৪ এবং ২৮ অক্টোবর চলবে। এই ট্রেনে দ্বিতীয় এসি, তৃতীয় এসি এবং স্লিপার শ্রেণিতে বুকিং করা যাবে।সাঁতরাগাছি-লোকমান্যা তিলক ট্রেন (নং ০৬০৮২০৬০৮২) ১৯ এবং ২৬ অক্টোবর চলবে। হাতিয়া-লোকমান্যা তিলক টার্মিনাস স্পেশাল ট্রেন (নং ০৮৬০৯১) ১৬ এবং ২০ অক্টোবর চলবে। পাশাপাশি, দিয়া-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ট্রেনও (নং ০২৪৮৫১) ১৬ এবং ২০ অক্টোবর চলাচল করবে। এই দুটি ট্রেনেই নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে আসন থাকবে।দিঘা-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন (নং ০৩৪৬৬৬) ১৭, ২৪ এবং ৩১ অক্টোবর চালানো হবে। অন্যদিকে, রাঁচি-আজমের স্পেশাল ট্রেনের (নং ০৯৬২০) পরিষেবা ১৮ এবং ২৫ অক্টোবর পরিষেবা পাওয়া যাবে।সাঁতরাগাছি-তিরুঅনন্তপুরম উত্তর স্পেশাল ট্রেন (নং ০৮৬০১৭) ১৯ এবং ২৬ অক্টোবর চলবে। হাতিয়া থেকে চলা এই ট্রেনে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এসির পাশাপাশি স্লিপার শ্রেণিতেও টিকিট বুক করা যাবে।এছাড়াও, সাঁতরাগাছি-আজমের স্পেশাল ট্রেন (নং ০৮৬১১১) ২৭ অক্টোবর পরিচালিত হবে। শালিমার-চারলাপল্লী স্পেশাল ট্রেন (নং ০৮০৪৪৫) এবং সাঁতরাগাছি-নাহারলাগুন স্পেশাল ট্রেন (নং ০৮০৪৭৭) দুটিই ৩০ অক্টোবর চলবে। রাঁচি-আনন্দ বিহার টার্মিনাস স্পেশাল ট্রেনের (নং ০২৮৭৭৭) যাত্রা ৩১ অক্টোবর নির্ধারিত হয়েছে। এই সমস্ত ট্রেনে নির্ধারিত শ্রেণী অনুযায়ী সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়া যাবে।

রাশিফল

মেসঃ এমন পরিস্থিতিতে আপনাকে ধৈর্য বজায় রাখতে হবে এবং পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তবে আজ আপনি কিছু ইতিবাচক সুযোগও পেতে পারেন। শুভদিন।
বৃঃআজ কাছের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্পষ্ট এবং সখাকার বিষয়ে আপনাকে যত্নবান হতে হবে। এতে শুধু আপনার অনুভূতিগুলিই স্পষ্ট হবে না, বরং আপনার সম্পর্ক গুলিও আরও শক্তিশালী হবে।শুভদিন হবে আজ
মিথুনঃআপনি আজ আপনার সুস্বাদু বজায় রাখবেন যা আপনাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। এছাড়াও আপনি আপনার শখ পুরণে এবং পরিবারের সদস্যদের সাহায্যের জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে পারেন।
সংসারে শান্তি কর্কটঃ আপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন।একজন নিরাস্রিত অতিথি আজ আপনার বাড়িতে অপ্রত্যাশিতভাবে পৌঁছে যেতে পারে, যার কারণে পরিবারের পরের মাসে কেনার কথা ভেঙেছিলেন এমন গৃহস্থালি জিনিসগুলিতে আপনার অর্থ ব্যয় করতে পারবেন।
বিবাহের যোগ।
সিংহঃ সংসারে শান্তি ফিরে আসতে পারে আজকে। শুভদিন হবে আজ
কন্যাঃআজ কন্যা রাশির জাতকদের জন্য একটি অত্যন্ত বিশেষ দিন। আপনার চারপাশে প্রচুর শক্তি অনুভব করবেন। সন্তান হতে পারে তুলাঃ নিজে থেকে গুরুত্বগ্রহণ করা গুরু নির্ভরতার সৃষ্টি করতে পারে। যে কোন গুরু খাওয়ার আগে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন- অনাথায় গুরু নির্ভরতার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। আপনি আজ একটি ইতিবাচক আভা নির্গত করবেন এবং ভাল মনের সাথে আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন, তবে আপনার মূল্যবান কোনও জিনিস ছিনিয়ে নেওয়ার কারণে আপনার ক্ষেত্র প্রভাবিত হতে পারে।
বৃশ্চিকঃ অন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে শ্বাসুহ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আজ, আপনার অর্থ অনেক কিছুতে ব্যয় করা যেতে পারে। সুতরাং, সমস্ত চ্যালেঞ্জ এবং অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা, আপনার আজ একটি দক্ষ বাজেট পরিকল্পনা করা দরকার।শুভদিন।
ধনুঃ মানসিকভাবে কিছুটা উদ্বেগ এবং হতাং চাপ অনুভব করজতে পারে।সংসারে শান্তি হবে আজ।
মকরঃআজকের আকাশ অত্যন্ত শুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে। আজ আপনার জন্য নতুন করে শুরু করার সময়।
কুম্ভঃখোলাধুলা এবং বহিরাগত কাজকর্মে অংশগ্রহণ আপনাকে শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করবে। শুভদিন।
মীনঃ আপনার বিরটি আস্থা এবং কাজে সফল সমরসূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আপনার ভবিষ্যতকে সফল করতে অতীতে আপনি যে সমস্ত অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন তা আজ ফলস্বরূপ ফল পাবে। বিদেশ যাত্রা শুভদিন। আর্থিক উন্নতি হবে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। এর মধ্যে হাওড়া, হুগলি এবং দুই ২৪ পরগনায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং বাংলাদেশ লাগোয়া এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। অন্যত্র বৃষ্টি হবে বিচ্ছিন্নভাবে। শনিবার দক্ষিণবঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া ফেরার সম্ভাবনা। রবিবার থেকে বৃষ্টি আরও কমাতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। একাধিক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। দার্জিলিং, কালিমংগ, জলপূরদুদার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি-সহ উ পূর্বের জেলাগুলিতে বৃষ্টির প্রবণতা তুলনামূলক বেশি থাকবে। তবে শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পরিমাণ কমাতে সম্ভাবনা। রবিবার ও সোমবার বেশিরভাগ এলাকায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনাই বেশি।আজকের সবোচ্চ তাপমাত্রা হবে ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

আগস্টের আর্দ্রতা সর্বনিম্ন হতে পারে। ১৬ শতকরা এবং সানজি ৬৬ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫১মিনিট।
ভাটা-বেলা ০৪টা ৪৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৪২ মিনিট।
সূর্যোদয়ের সকাল ৫ টা ৩২মিনিট।উদয় হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৫মিনিট হতে পারে।

চলুন বেড়াতে যাই

পুজোর ছুটিতে ঘুরে আসুন কেরলের এই ড্রাইভ-ইন বিচে

বিশেষ প্রতিবেদক : সমুদ্র দেখতে গেলে সাধারণত গাড়ি পার্ক করে বেশ খানিকটা পথ হেঁটেই পৌঁছতে হয় সৈকতে। কিন্তু এমন একটি সমুদ্রসৈকত রয়েছে, যেখানে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম। গাড়ি নিয়ে সরাসরি পৌঁছে যাওয়া যায় সমুদ্রের একবোরে কাছে। আসন্ন পুজোর ছুটিতে কেরল ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে তাই তালিকায় রাখতে পারেন মুবাগ্লিলাঙ্গাড় সমুদ্রসৈকতকে। কেরলের কন্নুর জেলার থালাসেরির কাছে অবস্থিত মুবাগ্লিলাঙ্গাড় এশ্বায়ার দীর্ঘতম ড্রাইভ-ইন সমুদ্রসৈকতগুলির অন্যতম হিসেবে পরিচিত। এখানে পর্যটকরা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সৈকতের শক্ত বালির উপর দিয়ে সড়কচলিত যানবাহন থেকে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভাটার সময় সৈকতের বড় অংশ জলের উপরে উঠে আসে এবং বালি তুলনামূলক শক্ত থাকে। ফলে গাড়ি বিঘ্নমাদ, ৯ অক্টোবর : প্রাণঘাতী তামাকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বড় সাফল্য করলে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করে দেশের নজর কেড়েছে কেরলের এর্নাকুলাম জেলার কিঝামাদ গ্রাম। রাজ্যের প্রথম ‘ গ্রাম’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এই গ্রাম। ১৫০ নম্বরের মূল্যায়নে ১৪৪ নম্বর পেয়ে এই মর্যাদা অর্জন করেছে কিঝামাদ। রবিবার কেরল সরকারের তরফে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই সাফল্যের কথা জানানো হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক সচেতনতা কর্মসূচি, স্থানীয় বাসিন্দাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন সরকারি ও সামাজিক সংগঠনের সম্মিলিত উদ্যোগেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। তবে ‘ গ্রাম’ কথাটির অর্থ নিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট করেছে কেরল সরকার। এর অর্থ এই নয় যে গ্রামের কোনও বাসিন্দাই ধূমপান করেন না কিবা গ্রামে তামাকজাত কোনও পণ্য পাওয়া যায় না। বরং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত একাধিক

সামাজিক ও প্রশাসনিক মানদণ্ড পূরণ করাছেই এই স্বীকৃতির ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। এই মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে স্মুরের ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত পণ্য বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। একইসঙ্গে ১৮ বছরের কম বয়সিদের কাছ থেকে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি বন্ধ করার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হয়। প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ধূমপান বা তামাক ব্যবহারে উসাহ দেয় এমন বিজ্ঞাপনও নিষিদ্ধ করতে হয়। শুধু তাই নয়, গ্রামজুড়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দোকান, হোটেল-সহ বিভিন্ন জায়গায় ‘দণ্ডনীয় অপরাধ’ লেখা সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। নিয়ম ভাঙলে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে জরিমানা করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিঝামাদের এই সাফল্যের পেছন্থে রয়েছে দীর্ঘদিনের জনসচেতনতা অভিযান। কেরল



গাড়ি চালালে চাকা পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা কম থাকলে সৈকতের বালিতে ড্রাইভ না করাই নিরাপদ। শুধু ড্রাইভিং নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতেও মুবাগ্লিলাঙ্গাড়ের জুড়ি মেলা ভার। সৈকতের পিছনে রয়েছে সারি সারি কাস্যুয়ারিনা গাছ।

সমুদ্রের নীল জল, বিস্তীর্ণ বালুচর এবং সবুজ গাছপালার মেলবন্ধনে জায়গাটি হয়ে ওঠে ছবি তোলার জন্যও আদর্শ। সৈকতের কাছেই সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে ছোট ধর্মদম দ্বীপ। ভাটার সময় অগভীর জল পেরিয়ে দ্বীপের দিকে যাওয়া সম্ভব হওয়ায় পর্যটকদের কাছে এটিও অন্যতম আকর্ষণ। তবে সমুদ্রের পরিস্থিতি এবং স্থানীয় নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনেই সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করা উচিত। মুবাগ্লিলাঙ্গাডে যাওয়ার সবচেয়ে আরামদায়ক সময় সকাল কিংবা বিকেল। এই সময় রোদের তীব্রতা তুলনামূলক কম থাকে এবং সমুদ্রের সৌন্দর্যও উপভোগ করা যায় স্বচ্ছটে। দা বিশেষ করে বিকেলের আলোয় সমুদ্রতট সূর্যাস্তের দৃশ্য ভ্রমণের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে সমুদ্রে নামার আগে অবশ্যই স্থানীয় সতর্কবার্তা মেনে চলা প্রয়োজন। মুবাগ্লিলাঙ্গাড়ের সব

জায়গায় স্নান নিরাপদ নয়। ঢেউ, স্রোত এবং জোয়ারের পরিস্থিতি বুঝে তবেই জলে নামা উচিত। মুবাগ্লিলাঙ্গাড় ঘুরতে গেলে কাছের থালাসেরি শহরটিকেও ভ্রমণসূচিতে রাখা যায়। মালাবার অঞ্চলের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং খাবারের স্বাদ পেতে থালাসেরি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য। বিশেষ করে বিখ্যাত থালাসেরি রিয়ারিনি, পুরনো বাতিঘর এবং ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। অর্থা, পুজোর ছুটিতে যদি পাহাড়-জঙ্গল ছেড়ে সমুদ্রের সঙ্গে একটু অনারকমভাবে সময় কাটাতে চান, তবে মুবাগ্লিলাঙ্গাড হতে পারে দারুণ একটি গন্তব্য। সমুদ্রের ঢেউয়ের পাশে গাড়ি চালানোর রোমাঞ্চ, বিস্তীর্ণ সৈকত, ধর্মদম দ্বীপ এবং মালাবারের সংস্কৃতি-সব মিলিয়ে কেরলের এই সৈকত হতে পারে এবারের পুজোর ছুটির অন্যতম স্মরণীয় ঠিকানা।

নেশায় লাগাম, দেশকে পথ দেখাচ্ছে কেরল!

সামাজিক ও প্রশাসনিক মানদণ্ড পূরণ করাছেই এই স্বীকৃতির ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। এই মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে স্মুরের ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত পণ্য বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। একইসঙ্গে ১৮ বছরের কম বয়সিদের কাছ থেকে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি বন্ধ করার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হয়। প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ধূমপান বা তামাক ব্যবহারে উসাহ দেয় এমন বিজ্ঞাপনও নিষিদ্ধ করতে হয়। শুধু তাই নয়, গ্রামজুড়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দোকান, হোটেল-সহ বিভিন্ন জায়গায় ‘দণ্ডনীয় অপরাধ’ লেখা সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। নিয়ম ভাঙলে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে জরিমানা করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিঝামাদের এই সাফল্যের পেছন্থে রয়েছে দীর্ঘদিনের জনসচেতনতা অভিযান। কেরল

সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ‘ ইউনিটের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে তামাকবিরোধী প্রচারণা চালানো হয়েছে। তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য, ‘ কর্মা সেনা’-র কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, পড়াশুনার তামাক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। ছোট বসস থেকেই তামাক বিরোধী মনসিকতা গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে িখা বা মাদার ধারাবাহিক সরকারি আয়রও একটি নজির রয়েছে। কেরল সরকারের বিবৃতি অনুযায়ী, প্রামাট পরণ দু’বার ‘মুক্ত পুরস্কার’ অর্জন করেছে। প্রশাসনের মতে, যক্ষ্মা প্রতিরোধ এবং সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনের দীর্ঘদিন প্রচেষ্টারই প্রতিকলন এই স্বীকৃতি।

সচেতনতামূলক বার্তা প্রদর্শন করা হয়েছে। গ্রামের স্কুলগুলিকেও এই অভিযানের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু করা হয়। স্কুলগুলিকে তামাকমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার পাশাপাশি পড়াশুনার তামাক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। ছোট বসস থেকেই তামাক বিরোধী মনসিকতা গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে িখা বা মাদার ধারাবাহিক সরকারি আয়রও একটি নজির রয়েছে। কেরল সরকারের বিবৃতি অনুযায়ী, প্রামাট পরণ দু’বার ‘মুক্ত পুরস্কার’ অর্জন করেছে। প্রশাসনের মতে, যক্ষ্মা প্রতিরোধ এবং সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনের দীর্ঘদিন প্রচেষ্টারই প্রতিকলন এই স্বীকৃতি।

স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে তা নয়, পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজের উপরও তার প্রভাব পড়ে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের সঙ্গে একাধিক গুরুতর রোগের সম্পর্ক রয়েছে। সেই জায়গা থেকে কিঝামাদের এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে কেরল সরকার। একটি গ্রামকে তামাকমুক্ত করার এই মডেল আগামী দিনে রাজ্যের অন্যান্য এলাকা এমনকি দেশের অন্য প্রান্তেও অনুসরণ করা যায় কি না, সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে। প্রশাসন ও স্থানীয় মানুষের যৌথ উদ্যোগে সচেতনতা, নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ম প্রয়োগ-এই ত্রিাটি বিষয়কে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেলে তামাকের বিরুদ্ধে লড়াই আরও শক্তিশালী হতে পারে। কিঝামাদের ১৪৪ নম্বরের সাফল্য তাই শুধু একটি গ্রামের স্বীকৃতি নয়। বরং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় স্থানীয় প্রশানন এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ কীভাবে বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারে, তারই একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

গ্রিন কার্ড বিতর্কে ভারত-আমেরিকা সংঘাত! চাপে ভারতীয় প্রযুক্তি সংস্থাগুলি

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : আমেরিকার গ্রিন কার্ড নীতি থিরে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে নতুন করে মতবিরোধ তৈরি করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতিয় আওতায় একাধিক সংস্থার গ্রিন কার্ড আবেদন প্রক্রিয়া স্থগিত রেখেছে মার্কিন প্রশাসন। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিদেশি কর্মীদের ‘চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক’ হিসেবে উল্লেখ করে মন্তব্য করেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। তার বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে ভারত জানিয়েছে, এই মন্তব্য সম্পূর্ণ ‘ নয়াদিল্লির বক্তব্য, দক্ষ কর্মীদের আন্তর্জাতিক যাতায়াত এবং মেধার আদান-প্রদান ভারত ও আমেরিকা-উভয় দেশের অর্থনীতির জন্যই লাভজনক। গ্রিন কার্ড আবেদন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে ভাল বলেন, বিদেশি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের পরিবর্তে আমেরিকার দক্ষ কর্মীদের সুযোগ দেওয়ার সময় এসেছে। তার এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই বিতর্কের সূত্রপাত। ভারতের বিশেষ মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, প্রতিভাবান পেশাদারদের অবদানকে খাটো করে দেখার পরিবর্তে দুই দেশের পারস্পরিক অর্থনৈতিক

স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বিশেষ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মেধার আদান-প্রদান ভারতীয়দের জন্য যেমন কর্মসংস্থানের ও পেশাগত উন্নতির সুযোগ তৈরি করে, তেমনই মার্কিন সংস্থাগুলিকেও সমানভাবে উপকৃত করে। এর ফলে উদ্ভাবন, গবেষণা, উপাদানশীলতা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়ে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দক্ষ কর্মীরা। ভারতের বক্তব্য, মেধার আদান-প্রদান কোনও এক দেশের একতরফা সুবিধা নয়। এটি দুই দেশের জন্যই পারস্পরিক লাভজনক একটি ব্যবস্থা। তাই সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ এই বাস্তবতা উপলব্ধি করবে বলে আশা প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। একই সঙ্গে ভারত জানিয়েছে, আমেরিকার ঘোষিত পদক্ষেপগুলি দুই দেশের যৌথ লক্ষ্য পূরণে সহায়ক নয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে এটিটি সংস্থার গ্রিন কার্ড আবেদন প্রক্রিয়া স্থগিত রয়েছে। তালিকায় রয়েছে টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রো, এইচসিএল টেকনোলজিস, কগনিজ্যান্ট, ক্যাপজেমিনি এবং

মাইক্রোসফটের মতো সংস্থা। পাশাপাশি নটি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পদক্ষেপের জেরে আমেরিকায় কর্মরত বিদেশি প্রযুক্তিবিদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়তে পারে। বিশেষত, স্থায়ীভাবে আমেরিকায় বসবাসের অনুমতির অপেক্ষায় থাকা ভারতীয় কর্মীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবেদন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হলে তাঁদের কর্মজীবন, পারিবারিক পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদি বসবাসের সিদ্ধান্তেও প্রভাব পড়তে পারে। গ্রিন কার্ড সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে তদন্তও বিশেষি পড়াশুাদের উদ্বেগ বাড়তে পারে। যদিও এই পদক্ষেপগুলির প্রভাব প্রতিষ্ঠানকে বলে আশা প্রকাশ করতে পারে, তবু উচ্চশিক্ষা ও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সব মিলিয়ে, অভিাবান নীতি এবং দক্ষ কর্মীদের নিয়োগ নিয়ে ওয়াশিংটনের কড়া অবস্থান ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এখন দেখার, আলোচনার মাধ্যমে এই মতপার্থক্য মেটাণে সম্ভব হয় কি না।

দুর্নীতির অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ

কেরল, ৯ অক্টোবর : কেরলে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন করে চাপে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা পিনারাই বিজয়ন। কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল লিমিটেড (সিএমআরএল)-কে থিরে আর্থিক অনিয়ম ও ঘুষের অভিযোগের মামলায় বিজয়নের বিরুদ্ধে সরাসরি এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিল কেরল হাই কোর্ট। একই সঙ্গে তাঁর মেয়ে টি বীণা এবং জামাই তথা কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রী পি এ মহম্মদ রিয়াসের নামও এই মামলায় প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে। আদালতের নির্দেশে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে। অভিযোগে, পিনারাই বিজয়ন মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর মেয়ে বীণার সংস্থা ‘ সলিউশনস’-কে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। আইটি পরামর্শ পরিষেবার বিনিময়ে এই অর্থ দেওয়া হলেও কোম্পানির স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইডির পেশ করা তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত মনে করেছে, দুর্নীতির অভিযোগে এফআইআর দায়েরের জন্য প্রাথমিক তদন্তের প্রয়োজন নেই। তবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হওয়া এক বিষয় নয়। আদালতের নির্দেশে তদন্তের পথ খুললেও বিজয়ন বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এখনও বিচারাধীন বিষয়। এই মামলায় বিজয়ন, তাঁর মেয়ে টি বীণা এবং জামাই মহম্মদ রিয়াসের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের আবেদন জানিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য ছিল, প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কেরল পুলিশের মামলা দায়ের করা উচিত। কিন্তু রাজ্য সরকার সরাসরি এফআইআর দায়েরের পরিবর্তে প্রাথমিক তদন্তের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। শ্রুংবার কেরল হাই কোর্টের বিচারপতি এ বদরুদ্দিন জানিয়ে দেন, এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক তদন্তের প্রয়োজন নেই। ইডির রিপোর্টের ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন-সহ প্রযোজ্য অন্যান্য ধারায় সরাসরি এফআইআর দায়ের করতে হবে। বিজয়ন ও তাঁর মেয়েকে থিরে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তদন্ত চলছে। এই মামলার সূত্রে একাধিকবার তল্লাশিও চালিয়েছে হাই বলে জানা গিয়েছে। এবার হাই কোর্টের নির্দেশে এফআইআর দায়েরের পথ পরিষ্কার হওয়ায় তদন্তে নতুন ঝড় আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কেরলের রাজনীতিতে এই নির্দেশের প্রভাব কতটা পড়বে, তা অবশ্য এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রাপ্যতা - উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জন্য একটি অগ্রাধিকার

গোরখপুর, ৯ অক্টোবর, ২০২৬ : রেলযাত্রী ও কর্মচারীদের জন্য বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করতে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে নিম্নিত এবং নিবিড়ভাবে পানীয় জলের গুণমান পরীক্ষা করছে। রেল স্টেশন, অফিস এবং আবাসিক কলোনিগুলিতে জলের ট্যাঙ্ক, ওয়াটার কুলার, কল, ফিল্টার, বিভিন্ন কেন্দ্র এবং পাইপলাইনের ত্রুটিগত পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিদর্শকরা নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে অবশিষ্ট ফ্রেশনিং পরীক্ষা, ব্যাকটেরিয়াল কালাচার পরীক্ষা এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণ করছেন। রেলযাত্রী ও কর্মচারীদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা রেল প্রশাসনের জন্য একটি অগ্রাধিকার, এবং এই কাজটি

একটি অভিযান হিসাবে চলতে থাকবে। লখনউ ডিভিশনের চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডঃ রমেশ চন্দ এবং অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারইন্সপেক্টরকার শ্রী ভুবনেশ সিং-এর যৌথ নির্দেশনায়, চিফ হেলথ ইন্সপেক্টরহেলথ ইন্সপেক্টররা ১৬টি প্রধান স্টেশন এবং ৪টি প্রধান আবাসিক কলোনিতে মোট ১৩৩টি রেসিডুয়াল ক্লোরিন পরীক্ষা এবং ৫টি ব্যাকটেরিয়াল কালাচার পরীক্ষা পরিচালনা করেছেন। জলের সমস্ত নমুনা নির্ধারিত মানের মধ্যে পাওয়া গেছে। একইভাবে, ইজ্ঞকমণ্ডার ডিভিশনের প্রধান স্টেশনগুলিতে নিয়মিতভাবে রেসিডুয়াল ক্লোরিন পরীক্ষা এবং ব্যাকটেরিয়াল কালাচার পরীক্ষা করা হচ্ছে। বারানসী ডিভিশনের চিফ হেলথ ইন্সপেক্টরহেলথ ইন্সপেক্টররা

স্টেশন, আবাসিক কলোনি, কোচিং ডিপিএ, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রানিং রুম, জু লবি এবং অফিসগুলিতে জলের ট্যাঙ্ক, ওয়াটার কুলার, ওয়াটার ফিল্টার, পাইপলাইন এবং পাইপিং সিস্টেম পরিদর্শন করেছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত স্টেশন, আবাসিক কলোনি এবং অফিসগুলিতে পানীয় জলের গুণমান নিশ্চিত করার জন্য এই পরিদর্শন অভিযান অব্যাহত থাকবে। যাত্রী এবং কর্মচারীরা যাতে নির্ধারিত মানসম্পন্ন বিশুদ্ধ পানীয় জল পান, তা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য পরিদর্শকরা নিয়মিত পরিদর্শন করছেন।রেলযাত্রী ও কর্মচারীদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা রেল প্রশাসনের অগ্রাধিকার এবং এজন্য জলের গুণমান পর্যবেক্ষণ অব্যাহত থাকবে।

পূর্ব রেলওয়ে বিভিন্ন বিভাগে পরিচ্ছন্নতা অভিযান জোরদার করেছে

কলকাতা, ০৯ অক্টোবর: পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনায়, স্বচ্ছতা পক্ষ ২০২৬ এবং বিশেষ অভিযান ৬.০ উদযাপনের জন্য সমস্ত বিভাগে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ পরিচালিত হচ্ছে। এই অভিযানগুলির মূল লক্ষ্য হল স্টেশনের পরিচ্ছন্নতা উন্নত করা, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্জ্য নিষ্কাশন করা এবং যাত্রীদের জন্য একটি পরিষ্কার ও মনোমর পরিবেশ তৈরি করা। রেলওয়ে চত্বরকে রূপান্তরিত করার জন্য পূর্ব রেলওয়ে জুড়ে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। শিয়ালদহ বিভাগ স্টেশন, ফুটওভার ব্রিজ (এফওবি), সাবওয়ে, সীমানা প্রাচীর এবং রেলওয়ে কলোনি থেকে অধৈম অপসারণের জন্য একটি বিশেষ অভিযান শুরু করেছে। একই সঙ্গে তাক্ষণিক পুনরাবৃত্তি রোধ করতে দেওয়াাল ও স্তম্ভগুলিতে নতুন করে রং করা হচ্ছে। স্বচ্ছতা পক্ষের ৯ম দিনে, আসানসোল বিভাগ আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, বারাকুর, মধুপুর, সিমুলতা, সিউডি, পানাবাড়ি এবং বিদ্যাসাগরসহ প্রধান স্টেশনগুলিতে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায়, যেখানে মুখ্য স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের (সিএইচআই) নেতৃত্বাধীন দলগুলি পান ও গুটচ্যার দাগ পরিষ্কার করে এবং সাবওয়ে ও সিঁড়ি গভীরভাবে পরিষ্কার করে। মালবা বিভাগ নতুন করাচা, রাজহা হল এবং সাহেববাগ স্টেশনে জমে থাকা বর্জ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পৃথকীকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয় এবং এর পাশাপাশি যাত্রীদের একক ব্যবহারের প্রাস্টিক ব্যবহার থেকে বিতর থাকার আহ্বান জানিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালায়। হাওড়া বিভাগ ব্যাভেল, আজিমগঞ্জ, শ্রীরামপুর, বাইচিগ্রাম এবং ব্যাভেল কলোনিতে দাগ অপসারণ, বোলপুর ও সিমলাগড়ে পোস্টার অপসারণ, বর্ধমানে ট্র্যাক পরিষ্কার, আজিমগঞ্জে শৌণিকার স্যানিটাইজেশন এবং রামপুরহাটে সাধারণ পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ জোরদার করেছে। বাণিজ্যিক বিভাগের সাথে সমন্বয় করে এই অভিযানগুলি জুড়ে বৈধ বিজ্ঞাপনগুলি সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। পূর্ব রেলওয়ে সমস্ত যাত্রীকে স্টেশনে ব্যবহার করে, যাত্রতর থুতে বা আবর্জনা ফেলা থেকে বিতর ঠাকে এবং রেলওয়ে চত্বর পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর রেখে ‘স্বচ্ছ ভারত’ আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করছে। পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ অধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, স্বচ্ছতা পক্ষের অধীনে আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা সমস্ত অঞ্চলের যাত্রীদের পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ এবং মনোমর রেলওয়ে চত্বর প্রদানের প্রতি আমাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রতিকলন ঘটায়।

মহিলাদের উদ্যোগে হুগলিতে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকায় হচ্ছে দুর্গাপূজো

বনস্পতি দে, হুগলি: পূজো আর দেবি নেই। আজ মহালায়া। তাই এখন সাজো সাজো রব। এই পূজোর জন্য খুঁটি পূজার আয়োজন করেন কমিটির সদস্যরা। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকায় হচ্ছে দুর্গাপূজো। এই উদ্যোগ নিয়েছেন মহিলারা। রাতারাতি গঠন করা হয়েছে ‘অন্নপূর্ণা দুর্গাপূজো কমিটি’। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকায় দুর্গাপূজোর আয়োজন করছেন হুগলির পাণ্ডুরায় সোয়ারা গ্রামের মহিলারা । ওও গ্রামে এই প্রথম বার দুর্গাপূজোর আয়োজন করছেন অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা ৬০ জন গৃহবধু । অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা জমিয়ে প্রথমবার দুর্গাপূজোর আয়োজন করছেন তারা । বার এই উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে সপ্তাঙ্গ বিধানসভায়। সপ্তাগ্রামের পোলবা-দাদপুর ব্লকের হারিট গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণপাড়ার মহিলারা অন্নপূর্ণা যোজনার প্রকল্পের প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে দুর্গাপূজোর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।



সামগ্রিক মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মী কল্যাণের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব রেল কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে অবস্থিত সদর দপ্তরের ‘উদিশা অডিটোরিয়াম’-এ তাদের সদর দপ্তরের কর্মীদের জন্য মানসিক সুস্থতা বিষয়ক একটি অধিবেশনের আয়োজন করে।

NAME CHANGE
I, Madhukara Shetty c/o Narayana Shetty resident of Ambalika Green, flat No. 401.4th floor, 346, Hossepur.E.K.T P.O. E.K.T. Kolkata-700107, do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MAD-HUKARA SHETTY instead of MADUKARA SHETTY which is wrongly recorded in my various document, vide an affidavit sworn before the L.d. 1st Class Executive Magis-trate, Howrah being no. 13309 on 06/10/2026. MADHUKARA SHETTY and MADUKARA SHETTY both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, MINA DAS W/o-Bapi Das resident at 15H/31, Narkeldanga North Road, Kolkata-700011 West Bengal, do hereby declared my daughter's actual name 'PRATIMA KUMARI DAS' instead of 'PRATIM KUMARI DAS', vide an affidavit No. 20935 sworn before the Ld. Judicial Magis-trate 1st Class at Sealdah on 08/10/26. PRATIMA KUMARI DAS' and 'PRATIM KUMARI DAS', both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Arup Das, S/O. Sujit Das, residing of Vill. Matikata, P.O. Madhupur . P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736165. That my full , good and correct name is Arup Das, which is recorded in my Voter Id Card and my PAN Card. That in my Driving Licence Card Vide W/No WB63 2012 0854155, Wherein my name has been recorded as Anup Das. That Said Anup Das and Arup Das, is one and same identical per-son. Vide Affidavit SL No. 28, Date. 09/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE
I ‘AMRITA SARKAR’, wife of Subhasis Kundu residing at FLAT NO-1/K, GANAP-ATI ENCLAVE, NEAR SHANTI NAGAR COMMUNITY HALL, BURNPUR, PASCHIM MEDHANAGAR, WEST BEN-GAL POLICE STATION-HIRAPUR, PIN-713325 has been recorded as AMRITA SARKAR (KUNDU) in my voter card, daughter's birth & school certificates and as AMRITA KUNDU has been recorded in my husband's service book should be recorded as ‘AMRITA SARKAR’ in everywhere in- stead of AMRITA SARKAR (KUNDU) and AMRITA KUNDU from today as declared before the CHIEF JUDICIAL MAGIS-TRATE, PASCHIM BARDHAMAN, STATE- WEST BENGAL vide affidavit no 454A 255340 dated 7th day of October, 2026. The name ‘AMRITA SARKAR’ and the name ‘AMRITA SARKAR (KUNDU)’ and also the name ‘AMRITA KUNDU’ are same and one identical lady i.e myself.

NAME CHANGE
I, Lakshmi Saren (old name) W/o- Late Balai Saren (Old Name) residing at Vill-Hairagram, P.S.-Memari, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713407 West Bengal, have changed our name and shall henceforth be known as Lakshi Soren(new name)W/o Balai Soren(new Name) in all purposes vide an affidavit No. 119 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman dated 25/09/2026. Lakshmi Saren (old name) W/o- Late Balai Saren(Old Name) and Lakshi Soren(new name)W/o Balai Soren(new Name) all are same and identical person.

NAME CHANGE
I, ASHIF MOLLIICK (Old Name) S/o AKRAMUL HAQUE Mollick (old Name) Residing at Vill-Chitragangapur, P.O.-Ambikapur , P.S-Gopnagar, Dist-North 24 Parganas, Pin-743251 West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my & my father's name and henceforth I shall be known as ASHIF MALLICK (New Name) S/o IKRAMUL HAQUE MALLICK(New Name) in all purpose, vide affidavit no 18048 Sworn before the Ld. Executive Magistrate, Bongaon, North 24 Pgs on Dated 29-09-2026. ASHIF MOLLIICK S/o AKRAMUL HAQUE Mollick and ASHIF MALLICK S/o IKRAMUL HAQUE MALLICK all are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, MITHU DAS, W/O GOPAL DAS, RESIDING AT VILL NORTH HABRA,POST OFFICE NORTH HABRA,P.O.&S HABRA DIST NORTH 24 PGS, DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM MITHU DAS TO MITHU RANI DAS AND HENCE-FORTH I SHALL BE KNOWN AS MITHU RANI DAS IN ALL PUR-POSE VIDE AFFIDAVIT NO.961 SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 8.2.2019. MITHU RANI DAS & MITHU DAS BOTH ARE SAME & ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE
I, Susama Bhattacharyya W/o Lt. Ajit Bhattacharyya residing at Vill Daharthuba Dighipara, P.O. Haththuba, P.S. Habra, Dist. North 24 Pgs. Pin 743263 do hereby de-clare that I have changed my name from Susama Bhattacharyya to Mukti Rani Bhattacharya and henceforth I shall be known as Mukti Rani Bhattacharya in all pur- pose vide affidavit No 1890/26 sworn before the Notary Public at Barasat Court on 9/10/2026. Mukti Rani Bhattacharya & Susama Bhat-tacharya both are same & one identical person.

৩০৩ বছরের ঐতিহ্য, আবেগ আর বনেদিয়ানা-জয়নগর মিত্রবাড়ির দুর্গাপূজো

বিশেষ প্রতিবেদক : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজো। শরতের নীল আকাশ, সাদা কাশফুল, শিউলির গন্ধ আর ঢাকের আওয়াজে যখন মেতে ওঠে বাংলা, তখন উৎসবের আনন্দে নতুন করে জেগে ওঠে বাঙালির আবেগ ও সংস্কৃতি। শহর থেকে গ্রাম-সর্বত্রই দুর্গাপূজোকে থিরে তৈরি হয় এক অন্য আবহ। কোথাও বিলাস মণ্ডপ, আলোর রোশনাই, অধুনিক শিল্পকলার বৈচিত্র্য, আবার কোথাও কয়েকশো বছরের পুরনো পারিবারিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে দেবী আরাধনা। আর সেই বনেদি বাড়ির পূজো গুলির আকর্ষণই বরাবর আসল। কারণ, এই পূজোগুলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ইতিহাস, পারিবারিক পরম্পরা, সামাজিক সম্পর্ক এবং কয়েক প্রজন্মের আবেগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর মজিলপুরের মাঝের মিত্রবাড়ির দুর্গাপূজো ও তেমনই এক ঐতিহ্যের ধারকদেখতে দেখতে এ বছর ৩০৩ বছরে পা দিল এই প্রাচীন পূজো।দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত মাঝের মিত্রবাড়ি। দীর্ঘ দিনে শতাব্দীর বেশি সময় ধরে এই বাড়িতে ছয় পুরুষের অষ্টা দুর্গার আরাধনা। সময়ের সঙ্গে বদলেছে সমাজ, বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা, বদল এসেছে অর্থনৈতিক ও পারিবারিক কাঠামোতেও। কিন্তু এত পরিবর্তনের মধ্যেও মিত্রবাড়ির দুর্গাপূজো আজও বহন করে চলেছে তার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই পূজো শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পরিবারের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।একসময় বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজো মানেই ছিল অভিজাত্য, আয়োজন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার এক বিশেষ পরিচয়। জমিদারি আমলে বহু পরিবারের দুর্গাপূজোকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের মাঝে তৈরি হত উৎসবের আবহ। পূজোর দিনগুলিতে বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের সমাগম ঘটত। পাশাপাশি এলাকার বহু মানুষও এই উৎসবের অংশ হয়ে উঠতেন। পূজোর আয়োজন থিরে থাকত নানা ব্যস্ততা। ভোগ প্রসাদ বিতরণ থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়ন-সব ক্ষেত্রেই দেখা যেত আন্তরিকতার ছাপ। মিত্র বাড়ির পূজোতেও একসময় ছিল সেই অভিজাত্যের ছোঁয়া।

জমিদারির সময়ে পূজোকে কেন্দ্র করে যে জাঁকজমক ও আয়োজন থাকত, তার স্মৃতি আজও এই পূজোর ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। পূজোর সময় ভূরিভোজের ব্যবস্থাও ছিল উল্লেখযোগ্য। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি বহু মানুষের কাছে এই উৎসব ছিল আনন্দ ও মিলনের উপলক্ষ্য। পূজোর দিনগুলিতে বাড়ির পরিষেহ হয়ে উঠত উৎসবমুখর। কিন্তু সময় কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। জমিদারি ব্যবস্থা আসান, জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং পারিবারিক পরিস্থিতির বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরনো জৌলুসও অনেকটাই ম্লান হয়েছে। আগের মতো বিশাল আয়োজন কিংবা জাঁকজমক এখন আর চোখে পড়ে না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলেছে পূজোর পরিমণ্ড। তবে আভাস্বর কলেও দেবী আরাধনার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি। বরং দীর্ঘ ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার আন্তরিক প্রচেষ্টাই আজ এই পূজোর সবচেয়ে বড় পরিচায়।বর্তমান সময়ে কর্মসূত্রে বহু মানুষকেই নিজের জম্মভিটে ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করতে হয়। মিত্রবাড়ির সদস্যদের জীবনে ও সেই পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট। পরিবারের অনেকেই এখন কলকাতায় থাকেন, আবার কেউ কেউ কলকাতার বাইরেও বসবাস করেন। কাজের ব্যস্ততা, সংসারের দায়িত্ব এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা বাধ্যবাধকতার কারণে বছরের অন্য সময়ে সবচেয়ে একসঙ্গে হওয়া সম্ভব হয় না।কিন্তু দুর্গাপূজো এলেই যেন বদলে যায়। সেই চেনা ছবিদেবী দুর্গা আসারনার টানে পরিবারের সদস্যরা আবার ফিরে আসেন। নিজেরদের পুরনো বাড়িতে। পঞ্চমীর দিন থেকেই মিত্র বাড়িতে শুরু হয় পরিবারের সদস্যদের আসার পালা। ধীরে ধীরে বাড়ি ভরে ওঠে আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে। দীর্ঘদিন পর দেখা হয় একে অপরের সঙ্গে। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ,পরিবারের ছোটদের সঙ্গে বড়দের সময় কাটানো এবং পূজোর নানা কাজে একসঙ্গে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় এক আন্তরিক পরিবেশ।এই পারিবারিক দিনেরই মিত্র বাড়ির দুর্গাপূজোর অন্যত

গম্ভীরের আশা, আগরকরের মূল্যায়নে ‘সদয় হবে ভবিষ্যৎ!’

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৯ অক্টোবরঃ গত সেপ্টেম্বরে একটি টেলিভিশন শোয়ের প্রচারে রোহিত শর্মার পরনের টি-শার্ট নজর কেড়েছিল। যার বুকে লেখা ‘নন-কর্মিটাল?’। অর্থাৎ, প্রতিশ্রুতিহীন। রোহিত নিজে কিছু খোলাসা না করলেও, সোশ্যাল মিডিয়া দু’য়ে দু’য়ে চার করে নিয়েছে। ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে রোহিতের ভবিষ্যৎ এবং তৎকালীন প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের মন্তব্য-দুইয়েরই পারদ তখন তুলছে। এই টি-শার্ট যে আগরকরের প্রতি রোহিতের প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ, এমনটাই ধরে নেয় নেটমাধ্যম। ৪ অক্টোবর প্রধান নির্বাচক হিসেবে মেয়াদ শেষ হয়েছে। আগরকরের সাফল্যের বুলিতে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো তিনটি আইসিসি শেতাব। তা সত্ত্বেও সৌতম গম্ভীরকে লিখতে হয়, আগরকরের মূল্যায়নে ‘ভবিষ্যৎ সদয় হবে।’ প্রশ্ন ওঠে, বর্তমান কি তাঁর প্রতি সত্যিই নির্দয়তা দেখিয়েছে? আগরকরের তিন বছরের মেয়াদ বিতর্ক ও সাফল্যে মোড়া। একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, খেলোয়াড়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কীভাবে চলত, আর বিতর্কের কেন্দ্রে থাকতেন প্রধান নির্বাচক। কিন্তু তিনি বরাবর নিজের যুক্তিতে অবিচল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে টপকে সূর্যকুমার যাদবকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত। হার্দিকের ফিটনেস নিয়ে সংশয় ছিল। তাই জনপ্রিয়তার স্রোতে গা না ভাসিয়ে সূর্যকুমারের হাতেই নেতৃত্ব তুলে দেন তিনি। ফলও মেলে হাতনাতো। ২০২৬ সালে সূর্যের নেতৃত্বেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে ভারত। সবচেয়ে বেশি বিতর্ক ঘটিয়ে ওঠে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার মতো মহাভারকাদের টেস্ট ক্রিকেটে থেকে সরানোর সিদ্ধান্তে। ২০২৪-২৫ মরশুমের অস্ট্রেলিয়া সফরে দুই তারকার রান পাননি। এরপর মে মাসে টেস্ট থেকে পিট্রোপিটি অবসর। প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক এমএসকে প্রসাদ এই প্রসঙ্গে বলেন, “আমার মনে হয় টেস্ট ক্রিকেটে বিরাটের আরও কিছু দেওয়ার ছিল। যশস্বী, শুভমান বা রাহুলের মতো তরুণরা উঠে এসেছে ঠিকই, কিন্তু বিরাটের মধ্যে আরও অন্তত দু’বছরের টেস্ট ক্রিকেট বাকি ছিল।” একইভাবে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর রোহিতকে সরিয়ে শুভমান গিলকে ওয়ানডে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তেও বিতর্কের ঝড় ওঠে। ২০২৭ বিশ্বকাপের কথা ভেবে গিলকে তৈরি করা হই লক্ষ্য ছিল নির্বাচকদের। কিন্তু এর ফলে রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়সড় প্রশ্নটিই তৈরি হয়। সাংবাদিক রাহুল রাওয়াতের মতে, “কখনও আগরকরকে অনমনীয়, আবার কখনও মনে হয়েছে, তিনি নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন।” যেমন, টি-টোয়েন্টিতে গিলের অন্তর্ভুক্তি দলের ওপেনিং জুটিতে প্রভাব ফেললে, ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে তাঁকে বাদ দিয়ে ঈশান কিষানকে সুযোগ দেওয়া হয়। এটি প্রমাণ করে, তিনি দলের স্বার্থে রদবদল করতে পিছপা নন। তিনটি আইসিসি ট্রফি আগরকরের নামের পাশে ঞ্জলজ্বল করছে। রোহিতের সেই টি-শার্টের স্মৃতি একদিন ফিকে হবে। কিন্তু রয়ে যাবে ভারতীয় ক্রিকেটে ঞ্জলন্ত প্রশ্নঃ তারকার বিরাগভাজন হওয়ার ভয় সরিয়ে রেখে একজন নির্বাচকের সিদ্ধান্ত কি কখনও স্বাধীনভাবে বিচার করা সম্ভব?

চারপাশের বিতর্কের মাঝেও রোনান্ডোর ‘মনোবল খুবই চাঙা’

সংবাদ সংস্থা, রিয়াখ, ৯ অক্টোবরঃ পূর্তগালের নতুন প্রধান কোচ জর্জে জেজুসের সঙ্গে মতপার্থক্যের জেরে আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতির সময় জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে গত সোমবার ক্লাবে ফেরেন ৪১ বছর বয়সী রোনান্ডো। পূর্তগাল অধিনায়ক পরে দীর্ঘ এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, আল নাসরে তার প্রাক্তন কোচ জেজুস কথা রাখেননি। রোনান্ডোর অভিযোগের বিষয়ে প্রশ্নে জেজুস বুধবার সাংবাদিকদের ছোট করে বলেন, “আমি ওই বিবৃতি পড়েছি। আর এখন, প্রতিদিন যা করি, কাজের জন্য ফোকাসে দাখি। সেখানে দল এবং জাতীয় দল নিয়ে ভাববা।” আল নাসরের লিগ ম্যাচ সামনে রেখে বৃহস্পতিবার রোনান্ডো পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পন্তেক্ষুব বলেন, “জাতীয় দলে কী ঘটেছে, তা নিয়ে আমি কথা বলতে পছন্দ করি না।” ৬১ বছর বয়সি পন্তেক্ষুব জানান, আল নসরের হয়ে খেলার জন্য প্রস্তুত আছেন রোনান্ডো।

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৯ অক্টোবরঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্দরে যেন চোট-আঘাতের মহামারী চলছে! পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গিন, যে গত এক বছরে ৩২ জন শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেটারকে চিকিৎসার জন্য ছুটতে হয়েছে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সপ্লোসে। চোট সামাল দিতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বাধ্য হয়ে চলতি অর্থবার্ষে রিহ্যাবের বাজেট একধাক্কায় প্রায় ৩৫ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, চোট-আঘাতের এই মারাত্মক বৃদ্ধি বোর্ডকর্তাদের কপালে চিত্তার ভাঁজ ফেলেছে। আগের অর্থবার্ষে সেন্টার অফ এক্সপ্লোসের বাজেট ছিল ৯২ কোটি টাকা। বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলায় তা একলাফে বেড়ে

অজিত আগরকরের পরিবর্তে প্রধান নির্বাচক হওয়ার দৌড়ে সমীর দিঘে? কে এই ব্যক্তি?



সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৯ অক্টোবরঃ ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের পরবর্তী প্রধান নির্বাচক কে হবেন? অজিত আগরকরের উত্তরসূরি নিয়ে জল্পনার মধ্যেই এ বার একটি চমকপ্রদ নাম সামনে আনলেন ভারতের প্রাক্তন ওপেনার আকাশ চোপড়া। তাঁর দাবি, ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার সমীর দিঘে নির্বাচক হওয়ার দৌড়ে থাকতে পারেন। যদিও তিনি প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পাবেন কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানাননি আকাশ। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে বারবার সমীরের নাম শোনা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। ৯ অক্টোবর নিজের ইউটিউব ভিডিওয় সমীরের নাম সামনে আনেন আকাশ। তাঁর বক্তব্য, অজিত আগরকরের জায়গায় কে আসতে পারেন, তা নিয়ে আলোচনা চললেও সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে সমীরের নাম শুনে তিনি নিজেও বেশ হতবাক হয়েছেন। কারণ, এই পদের জন্য প্রথমে পরিচিত কোনও বড় নাম উঠে আসবে বলেই মনে করেছিলেন তিনি। কিন্তু ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, সমীরও পরবর্তী নির্বাচক হতে পারেন। আকাশ বলেন, “সমীর মুম্বইয়ের উইকেটকিপার। ভারতের হয়ে ছ’টি টেস্ট খেলেছে। নামটা বলব? ঠিক এই মুহূর্তে যা শুনছি, তা হল সমীর দিঘে। বারবার ওর নামই শুনতে পাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত ও-ই হবে কি না, তা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। তবে ও যদি এই পদের জন্য আবেদন করে থাকে, তা হলে আমার সন্দেহ আরও জোরালো হবে, আমার ধারণা

শীতেই শহরে পা রাখতে পারেন ভোজিনহা



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবরঃ বিশ্বকাপে ৪০ বছর বয়সে কেপ ওয়ের্সকে রূপকথার স্বপ্ন দেখিয়ে রাতারাতি তারকা হয়ে উঠেছিলেন গোলকিপার ভোজিনহা। এ বার তার আগ্রহের কেন্দ্রে কলকাতার ফুটবল। শহরের ফুটবল নিয়ে উদ্দামদার কথা শুনে তা নিজের চোখে দেখতে চান তিনি। সুযোগ পেলে ভারতের সেরা ফুটবল লিগ আইএসএল-ও খেলতে রাজি। সব ঠিক থাকলে আগামী ডিসেম্বরে কলকাতায় আসতে পারেন কেপ ভর্ডের এই গোলরক্ষক। এমনই

দাঁড়াল ১২৭ কোটি টাকায়। রিপোর্টে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, গত আইপিএল সিজনের পর থেকেই রিহ্যাব সেন্টারে খেলোয়াড়দের ভিড মারাত্মকভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের এমন ঘনঘন চোট পাওয়া নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর এবং টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক শুভমান গিল। শীর্ষ তারকাদের ফিটনেস ধরে রাখতে তাই চিকিৎসা ব্যবস্থায় বাড়তি জোর দিচ্ছে বোর্ড। কেরিয়ারের সায়াক্ষে থাকা শীর্ষ তারকারাও চোটের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। এ বছর হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যা নিয়ে রিহ্যাবে এসেছিলেন রোহিত শর্মা। এই অবস্থা বিরাট কোহলিরও। চলতি



বছরে প্রথমবার চোট সারিয়ে ফিট হতে তাঁকেও এই কেন্দ্রে যেতে হয়। পাশাপাশি জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পাণ্ডিয়া, ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতীশকুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানা এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর মতো তারকারা এখানকার নিয়মিত সদস্য। তবে ঠিক কতবার তাঁদের রিহ্যাব সেন্টারের চক্র কাটতে হয়েছে, সেই সংখ্যাটি রিপোর্টে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। রিপোর্টের পরিসংখ্যান রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। গত ২০ মাসে

মহিলা-পুরুষ দল মিলিয়ে মোট ৬৮ জন খেলোয়াড় এখানে চিকিৎসা করিয়েছেন। এর মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চোট লেগেছে নরম পেশি বা টিস্যুতে (সফট-টিস্যু ইনজুরি)। রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, এই সময়ের মধ্যে সেন্টার অফ এক্সপ্লোসে গিয়ে চোট সারিয়েছেন রোহিত শর্মাও। যদিও তাঁর চোট নিয়ে বোর্ডের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। চলতি বছরের আইপিএ-এর পর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারাতে সেখানে গিয়েছিলেন রোহিত। সরাসরি আঘাতজনিত বা ইমপ্যাক্ট ইনজুরির একমাত্র শিকার ঞ্খ্যত পঙ্খ। গত বছর ম্যানচেস্টার টেস্টে তাঁর পায়ে চিড় ধরেছিল। এর আগে ২০২০-২১ সালে কোভিড বৃুদব্দের সময় এই বিপুল সংখ্যক সফট-টিস্যু

চোটের মুখে পড়ে বোর্ড। তারপর ফের এমন চোটের বহর ফিরে আসায় গোটা দলের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। চোটের এই পাহাড় প্রমাণ চাপ সামলাতে যেখানে অভিজ্ঞ মাথার প্রয়োজন, সেখানে খোদ স্পোর্টস সায়েন্স অ্যান্ড মেডিসিন (এসএসএম) প্রধানের পদািই ফাঁকা পড়ে রয়েছে। ২০২৫ সালের জুন মাস থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে কেউ নেই। বেগতিক বুঝে সম্প্রতি নতুন করে এই পদের জন্য আবেদনপত্র চেয়েছে বিসিসিআই। সামনে ঠাসা আন্তর্জাতিক ক্রীড়াসূচি। চোট সারিয়ে খেলোয়াড়রা কীভাবে নিজেদের ফিট রাখেন এবং এই বর্ষিত ১২৭ কোটি টাকার বাজেটের সঠিক ব্যবহার কীভাবে হয়, সেটাই এখন কর্তাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।



INDIAN Carb·n MARKET

শক্তি দক্ষতা ব্যুরো

(ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের অধীন একটি বিবিশ্বক সংস্থা)
৪র্থ তল, সেবা ভবন, আর. কে. পুরম, নতুন দিল্লি - ১১০ ০৬৬
ওয়েবসাইটঃ www.beeindia.gov.in, ফোনঃ ০১১-২৬৭৬৬৭০০

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ

২৭টি বিজ্ঞাপিত খাতের জ্বালানি ব্যবহারকারীগণ



জ্বালানি সংরক্ষণ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৫২)-এর আওতায় বার্ষিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রতিবেদন দাখিলের বিজ্ঞপ্তি

এনার্জি কনজারভেশন অ্যাক্ট (২০০১ সালের ৫২ নং আইন)-এর ১৪ ধারার (ই) উপধারা অনুযায়ী, নিম্নলিখিত অধিক শক্তি-ব্যবহারকারী খাতসমূহের মধ্যে যেসব ব্যবহারকারী বা ব্যবহারকারী-শ্রেণির বার্ষিক শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য নির্ধারিত সীমার সমান বা তার বেশি, তাদের নির্ধারিত ভোক্তা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘোষণাগুলো যথাক্রমে ১২ই মার্চ ২০০৭-এর এস.ও. ৩৯৪ (ই), ২৯শে ডিসেম্বর ২০১৫-এর এস.ও. ৩৫৪২ (ই), ২রা মে ২০১৭-এর এস.ও. ১৩৮৮(ই), ১৫ই নভেম্বর ২০১৭-এর এস.ও. ৩৬০০ (ই), ২২শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর এস.ও. ৯৬৮ (ই), ১৭ই জুন ২০২০-এর এস.ও. ২১৪৭ (ই), ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২০-এর এস.ও. ৩৪৪৫ (ই), ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২২-এর এস.ও. ৪১৬৫(ই) এবং ৬ই জুন ২০২৩-এর এস.ও. ২৫২৩ (ই) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারি করা হয়েছে।

ক্রম. নং.	ঘোষিত খাত	বার্ষিক শক্তি ব্যবহারের সীমা তেল-সমতুল্য মেট্রিক টন (mtoe)-তে
১.	অ্যালুমিনিয়াম	৭,৫০০
২.	সিমেন্ট	
	(ক) সমন্বিত সিমেন্ট ইউনিট	৬০,০০০
	(খ) সিমেন্ট গ্রাইন্ডিং ইউনিট	১০,০০০
৩.	বাণিজ্যিক ভবন বা প্রতিষ্ঠান	
	(ক) হোটেল	৫০০
	(খ) বিমানবন্দর	৫০০
৪.	ক্রোর-অ্যালকালি	১২,০০০
৫.	বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি (ডিআইএসসিওএমএস)	এসইআরসি/জেইআরসি কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল বিতরণ কোম্পানি
৬.	সার	৬০,০০০
৭.	লোহা ও ইস্পাত	২০,০০০
৮.	মণ্ড ও গাকজ	৭,৫০০
৯.	পেট্রোলিয়াম শোধনাগার	৯০,০০০
১০.	গ্যাস ক্রয়কার বা ন্যাপথা ক্রয়কার অথবা উভয়ই রয়েছে এমন পেট্রোকেমিক্যাল ইউনিট	১,০০,০০০
১১.	রেলওয়ে	
	(ক) সমস্ত জোনাল রেলওয়ে (ট্রাকশন)	৭০,০০০
	(খ) কারখানা (ওয়ার্কশপ)	৭৫০
	(গ) রেলওয়ের চটি উৎপাদন কারখানা, যথা- ICF, RCF, CLW, BLW, PLW, RWF, MCF ও RWP	-
১২.	বস্ত্রশিল্প	৬,০০০
১৩.	তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬০,০০০
১৪.	পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদনকারী ইউনিট	
	(১) ফাইবার ইন্টারমিডিয়েট (তন্তু তৈরির মধ্যবর্তী উপাদান)	৫০,০০০
	(২) পলিমার	১০,০০০
	(৩) ডিটারজেন্ট ইন্টারমিডিয়েট (ডিটারজেন্ট তৈরির মধ্যবর্তী উপাদান)	৯,০০০
	(৪) পারফরম্যান্স প্রাস্টিক	৬,০০০
	(৫) অন্যান্য পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য	৬,০০০
	(৬) সিঙ্ক্রেটিক রাবার	১৫,০০০
	(৭) অ্যারোমেটিক্স	২০,০০০
১৫.	চিনি	১০,০০০
১৬.	রাসায়নিক	
	(i) ক্ষারীয় রাসায়নিক (সোডা অ্যাশ, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড)	৬,০০০
	(ii) অজৈব রাসায়নিক	৬,০০০
	(iii) জৈব রাসায়নিক	৬,০০০
	(iv) কীটনাশক (টেকনিক্যাল গ্রেড)	৬,০০০
	(v) রঞ্জক ও পিগমেন্ট	৬,০০০
	(vi) ফার্মাসিউটিক্যালস (সক্রিয় ওষুধ উপাদান বা এপিআই)	৬,০০০
১৭.	সিরামিক	৫,০০০
১৮.	কাচ	১০,০০০
১৯.	জিল্ক	২০,০০০
২০.	তামা	১০,০০০
২১.	বন্দর কর্তৃপক্ষ	৫০০
২২.	দুগ্ধজাত পণ্য	২,৫০০
২৩.	অটোমোবাইল সংযোজন ইউনিট	৬,০০০
২৪.	টায়ার প্রস্তুতকারক	৭,০০০
২৫.	ফের্টিজ	১,৫০০
২৬.	ফার্মিট্রি	৫,০০০
২৭.	রিফ্রাক্টরিজ	৬,০০০

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ২৮শে মার্চ ২০১৮ এস.ও. ১৪০৯(ই)), ২৯শে মার্চ ২০১৯ এস.ও. ১৪৭৩(ই), ১৬ই এপ্রিল ২০২০ এস.ও. ১২৫৪(ই), ২৬শে অক্টোবর ২০২১ এস.ও. ৪৪৯১ (ই), ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২২ এস.ও. ৪৫৫২ (ই) এবং ২৭শে জুন ২০২৩ এস.ও. ২৭৯৪ (ই) তারিখে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নিজ নিজ খাতে নির্ধারিত শক্তির ব্যবহারের সীমা অতিক্রমকারী সমস্ত ইউনিট বা প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হচ্ছে-তারা যেন এনার্জি কনজারভেশন অ্যাক্ট, ২০০১ (২০০১ সালের ৫২)-এর ধারা ১৪-এর দফা (I) অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত ‘ফর্ম ১’-এ গত দুই অর্থবছরের বার্ষিক শক্তি ব্যবহারের অবস্থা ও বার্ষিক উৎপাদনের বিবরণ সন্নিবিষ্ট একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্ধারিত সংস্থা-র কাছে জমা দেয় এবং এর একটি প্রতিলিপি ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি-র কাছে পাঠায় উল্লেখ্য যে, এই প্রতিবেদনটি অবশ্যই এনার্জি ম্যানেজার বা চিফ এঞ্জিনিটিউট অফিসার দ্বারা যথাযথভাবে প্রত্যায়িত হতে হবে।

সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য প্রযোজ্য প্রো-ফর্মী বা ফর্ম-১-এর একটি প্রতিলিপি <https://beeindia.gov.in/enpat-proforma> থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৬-এর মধ্যে বার্ষিক ব্যবহার ইত্যাদির অবস্থা বিষয়ক প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি এনার্জি কনজারভেশন অ্যাক্ট, ২০০১’-এর ২৬ নম্বর ধারার অধীনে জরিমানার সম্মুখীন হবেন।

আরও তথ্যের জন্য বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অগ্রহণ করে আমাদের সাথে ০১১-২৬৭৬৬৭০০ নম্বরে যোগাযোগ করুন অথবা newdwc@beeindia.gov.in-এ ইমেইল পাঠান।

CBC 34106/11/0017/2627

সাবক্ষা ইব ও ফলো করুনঃ      beeindia.digital  bureauofenergyefficiency.gov.in

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নন্দর এবং মুদ্রক চিত্তি সেননাথ কর্তৃক সত্যজিট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রক্লদ সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ ইইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ ইইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নন্দর

Published by Alok Kumar Naskar & Printer by Chitay Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajit Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166

E-mail: dailydurantabarta@gmail.com